ঈদ ও নারী

:: ★ — ★ ::

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ ইমামুল মিল্লাতে অদ্দিন, শাইখুল-
হুদা মুজাদ্দিদে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর-শাহ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত।

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
সুপ্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ
মুছান্নিফ ও ফকিহ, আলহাজ্জ হজরত আল্লামা

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

পীরজাদা মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ (রহঃ) এর
পুত্রগণের পক্ষে মোহাম্মদ শরফুল আমিন
কর্ত্তৃক
"নবনূর প্রেস" বশিরহাট হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

★ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০৭ সাল ★

সাহায্য মুল্য—১৬ টাকা মাত্র

الحمـــد لله رب العلمين و الصلـــوة و الســـلام على
رسوله سيدنا محمـــد و آله و اصحابه اجمعيـــن

ঈদ ও নারী

★ — ★

খাঁ ছাহেব মাসিক মোহাম্মদীর ৮ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যার ৩২৩-৩২৮ পৃষ্ঠায় স্ত্রীলোকদিগকে ঈদগাহে উপস্থিত করা ওয়াজেব (অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য) প্রমাণ করা উদ্দেশ্যে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি যদি লিখিতেন যে, আমরা মজহাব অমান্যকারী মোহাম্মদী বা আহলে হাদিছ সম্প্রদায়, আর আমাদের মৌলবি মহইউদ্দিন ছাহেব রচিত ফেকহ মোহাম্মদীর প্রথম খণ্ডের ৮৪ পৃষ্ঠায় ও মৌলবি আব্বাছ আলি ছাহেব রচিত ১৩১৫ সালে মুদ্রিত 'মাছায়েলে জরুরিয়া'র ১।১২৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, স্ত্রীলোকদিগকে ঈদগাহে যোগদান করিতে হইবে, কাজেই আমরা আমাদের মজহাবাবলম্বীগণকে ইহা করিতে অনুরোধ করি, তবে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না, কিন্তু তিনি নিরীহ হানাফী সম্প্রদায়কে নিজেদের মতের দিকে আকর্ষণ করার জন্য আসল কথাটি গোপন করতঃ সংস্কার করার দোহাই দিয়া ভীষণ চক্রের জাল বিস্তার করিয়াছেন। এইরূপ তিনি এক মজলিশে তিন তালাক

দিলে এক তালাক হইবে, এই বাতীল মতটি মাসিক মোহাম্মদীতে লিখিয়া কত অজ্ঞলোককে ভ্রান্ত করিয়াছেন। ইহা ছুন্নত-অল জামায়াতের বিশেষতঃ হানাফী শাফেয়ি, মালেকি ও হাম্বলী এই চারি মজহাবাবলম্বিগণের মত নহে, বরং উহা খাটি মজহাব বিদ্বেষিদিগের বাতীল মত।

এইরূপ তিনি মোস্তাফা-চরিত্রে হজরতের মে'রাজ, ছিনাচাক ইত্যাদি অনেক সত্যমতকে বাতীল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পাঠক, কিছু দিবসের জন্য ধৈর্য্য ধারণ করুন, انشاء الله تعالى আমি তাঁহার প্রত্যেক বতীল মতের অসারতা এই "ছুন্নত অল জামায়াতে' প্রকাশ করিয়া দেখাইব।

খাঁ ছাহেবের উক্তি ঃ—

"বর্ত্তমান যুগের আলেম সমাজ নিজেদের সংস্কারের মোহে অন্ধ হইয়া নানা প্রকার অসঙ্গত যুক্তিতর্কের আশ্রয় লইয়া হজরতের ঐ আদেশ ও আদর্শকে রহিত করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন।"

আমাদের উত্তর ঃ—

ইহা খাঁ ছাহেবের মিথ্যা দাবী, বর্ত্তমান যুগের আলেম সমাজ এইরূপ কার্য্য করেন নাই। বরং হজরত আএশা (রাঃ) প্রথমে উহা নিষেধ করিয়াছেন, তৎপরে তাবা-তাবেয়ি এমামগণ, ছুন্নত অল-জামায়াতের এমামগণ উহা নিষেধ করিয়া দেন। তাঁহাদের নাম পরে প্রকাশ করিব। তাঁহাদের যুক্তি-তর্ক অসঙ্গত নহে, বরং খাঁ ছাহেবের যুক্তি-তর্ক অসঙ্গত।

খাঁ ছাহেবের উক্তি ঃ—

"মোছনাদে এমাম আহমদ এবনে হাম্বল, এবনে মাজা, তিবরানী ও বয়হাকি প্রভৃতি হাদিছ-গ্রন্থে জাবের, এবনে-আব্বাছ ও এবনে-ওমর প্রমুখ ছাহাবাগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে

যে, "হজরত রছুলে করিম নিজ স্ত্রী ও কন্যাদিগকে দুই ঈদের দিন বহির্গত করিতেন (অর্থাৎ ঈদগাহে উপস্থিত করিতেন।)"

আমাদের উত্তর ঃ—

খাঁ ছাহেব একেবারে মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন, অবিকল এই শব্দগুলি সহ ইহা কেবল এবনো-মাজার হাদিছ। ইহা মছনদে আহমদ, তেবরানি ও বয়হকিতে নাই। অবশ্য তেবরানিতে অন্য শব্দে আছে, তিনি নিজের পরিজনকে বাহির করিতেন, কিন্তু মছনদে-আহমদ ও আবুইয়ানিতে উহার নাম গন্ধও নাই। খাঁ ছাহেবের স্বমতাবলম্বী কাজি শওকানি লিখিত নয়লোল-আওতাবের ৩।১৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এবনো-মাজার ৯৪ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিছটী লিখিত আছে, কিন্তু উহার একজন রাবীর নাম حجاج بن الارطاة হাজ্জাজ বেনেল আরতাৎ, তেবরানিতে উক্ত রাবির নামও আছে। উক্ত নয়লোল আওতারের ঐ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, তাহার বিশ্বাসী হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে।

আল্লামা এবনো-হাজার আস্কালানি তহজিবোত্তহজিব গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ১৯৭।১৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

এবনো-মইন আলি বেনে মদিনি আবদুল্লাহ বেনেল, মোবারক, নাছায়ি, ইয়াকুব, এবনো-ছা'দ, হাকেম, আবদুর রহমান বেনে মাহদী, এহইয়াকাত্তান ও আহমদ বেনে হাম্বল প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ হাজ্জাজ বেনেল আরতাৎকে জইফ, অযোগ্য ইত্যাদি বলিয়াছেন। এবনো-মইন, আবু জোরয়া, আবু হাতেম, আবদুল্লাহ বেনেল মোবারক, এবনো-আলা, ছাজি ও বাজ্জাজ বলিয়াছেন, হাজ্জাজ বেনেল-আরতাৎ ইছনাদ গোপন করিতেন, ইহাকে তদলিছ تد ليس বলা হয়।

নোখবাতোল-ফেকরের টীকা, ২৮ পৃষ্ঠা ঃ—

يرد المدلس بصيغة يحتمل اللقاء كعن و قال - كل من ثبت عنه التدليس ان كان عدلا ان لا يقبل منه الا اذا صرح فيه بالتحديث على الاصح *

"যদি ইছনাদ গোপনকারী এইরূপ শব্দ ব্যবহার করেন— যাহাতে (শিষ্য ও শিক্ষকের সহিত) সাক্ষাৎ করার সম্ভাবনা থাকে, যেরূপ অমুক হইতে, কিম্বা অমুক বলিয়াছেন, তবে তাহার হাদিস অগ্রাহ্য হইবে। যাহার দ্বারা ইছনাদ গোপন করা সপ্রমান হয়, তিনি বিশ্বাসভাজন হইলেও তাহার হাদিছ গ্রহণীয় হইবেনা, কিন্তু যদি তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেন, আমি তাহার নিকট শ্রবণ করিয়াছি, (তবে উহা গ্রহণীয় হইবে)। ইহাই সমধিক ছহিহ মত।"

মূল কথা, ইছনাদ গোপনকারী মোহাদ্দেছ হয়ত উপরিস্থ রাবির নিকট হাদিছ শ্রবণ করেন নাই, যাহার নিকট তিনি হাদিছ শ্রবণ করিয়াছেন,, তিনি অযোগ্য বা দোষান্বিত, এই হেতু তিনি অযোগ্য বা দোষান্বিত রাবির নাম গোপন করিয়া তাহার উপরিস্থ রাবির নাম উল্লেখ করিয়া সন্দেহজনক শব্দ ব্যবহার করেন—যথা অমুক হইতে, কিম্বা অমুক বলিয়াছেন, অমুকের নিকট শ্রবণ করিয়াছি বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়, কাজেই তিনি এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই হেতু মোহাদ্দেছগণ বলিয়াছেন, ইছনাদ গোপনকারী মোহাদ্দেছ যদি বলেন, আমি অমুকের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তবে তাঁহার হাদিছ গ্রহণীয় হইবে, আর যদি বলেন, ইহা অমুক হইতে (বর্ণিত), কিম্বা অমুক বলিয়াছেন, তবে সেই হাদিছ ছহিহ হইবে না। এবনো-মাজা ও তেবরানি উল্লিখিত হাদিছের রাবি হাজ্জাজ বেনেল আরতাৎ একেত জইফ ও অযোগ্য, দ্বিতীয় তিনি হাদিছের ছদনে "আবদুর রহমান হইতে" বলিয়া বর্ণনা

করিয়াছেন, কাজেই এই হাদছটী ছহিহ নহে। মূল কথা, হজরতের স্ত্রীগণ ও কন্যাগণের ঈদে উপস্থিত হওয়ার হাদিছ ছহিহ নহে।

খাঁ ছাহেব, এইরূপ জইফ হাদিছ উল্লেখ করতঃ অজ্ঞ সমাজকে প্রতারিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। তৎপরে তিনি কয়েকটি হাদিছ উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, স্ত্রীলোকেরা সেই সময় ঈদের জমাতে হাজির হইতেন। ইহা কে অস্বীকার করে, কিন্তু হজরতের সময় যাহা হইত, তাহার পরবর্ত্তী সময়ে তাহাই বলবৎ থাকিবে, ইহা দাবি করা কি ঠিক হইবে? হজরতের সময়ে কোরাণ শরিফের জের, জবর ইত্যাদি লিখিত ছিল না, তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইল কেন?

খাঁ ছাহেব ২নং হেডিং দিয়া চারিটি হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে, হজরত রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কিশোরী ও অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগকে দুই ঈদে বাহির হইতে আদেশ করিয়াছিলেন, এমন কি ঋতুবতী ও চাদরহীনা স্ত্রীলোকদিগকে অন্যের চাদরে আবৃতা হইয়া ঈদে যোগদান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।

ইহাতে খাঁ ছাহেব দাবি করিয়াছেন, তাহাদের ঈদের ময়দানে উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য (ওয়াজেব)।

আমাদের উত্তর ঃ—

হজরতের লক্ষাধিক ছাহাবার মধ্যে কেবল উম্মে-আতিয়া নাম্নী একটি স্ত্রীলোক ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, কোন বিষয় ওয়াজেব ফরজ সাব্যস্ত করিতে গেলে, বহু রাবি কর্ত্তৃক হাদিছটি উল্লিখিত হওয়া জরুরি, এইরূপ হাদিছকে মশহুর কিম্বা মোতাওয়াতের বলা হয়। একজন রাবি যে হাদিছটি উল্লেখ করেন, উহা আহাদ-হাদিছ, এইরূপ হাদিছ দ্বারা কোন কার্য্য ফরজ ওয়াজেব সাব্যস্ত হইতে পারে না।

অবশ্য কয়েকজন রাবি স্ত্রীলোকদিগের ঈদে যোগদান করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হজরতের লক্ষ্যধিক ছাহাবার মধ্যে কেবল উম্মে-আতিয়া নাম্নী একটি স্ত্রীলোক বলেন, হজরত স্ত্রীলোকদিগকে ঈদে যোগদান করিতে আদেশ করিয়াছেন। এই হেতু এমাম মোজতাহেদগণ উহা ওয়াজেব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, বরং সেই সময়ের জন্য ছুন্নত কিম্বা মোস্তাহাব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয়—আদেশ সূচক শব্দ দ্বারা যেরূপ ওয়াজেব প্রমাণিত হয়, সেই রূপ ছুন্নত মোস্তাহাব প্রমাণিত হইতে পারে। তওজিহ কেতাবের ১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, আদেশ বাঞ্জক শব্দের ১৬ প্রকার অর্থ হইতে পারে, ওয়াজেব, মোস্তাহাব, আদব ইত্যাদি, তথায় প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

মূল কথা, হজরত আদেশ করিয়াছেন বলিলে, তদ্বারা ওয়াজেব সাব্যস্ত হওয়া জরুরি নহে। হাদিছে আছে, হজরত আজান একামতের আদেশ করিয়াছেন, ইহাতে উভয়ের ছুন্নত হওয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। হাফেজে হাদিছ এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি 'ফৎহোল বারির' টিকার ২।৩২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

و فيه استحباب خروج النساء الى شهود العيدين *

"এই হাদিছে স্ত্রীলোকদিগের দুই ঈদে উপস্থিতির জন্য বাহির হওয়া মোস্তাহাব সপ্রমাণ হইতেছে।"

তৃতীয় এই যে, ঈদের নামাজ পড়া হানাফী মজহাবে ওয়াজেব, শাফেয়ি মজহাবে ছুন্নত। মজহাব অমান্যকারী আহলে হাদিছ সম্প্রদায়ের ফেকহ মোহম্মদীর ১।১২৬ পৃষ্ঠায় ও তাঁহাদের দলের মৌলবি আব্বাছ আলি ছাহেবের মাছায়েলে জরুরিয়ার ১।৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, ঈদের নামাজ ছুন্নত।

এক্ষণে আমরা খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, যখন আপনাদের মতে মূলেই ঈদের নামাজ ছুন্নত হইল, তখন ছুন্নত আদায় করিতে স্ত্রীলোকদের উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য (ওয়াজেব) হইবে কিরূপে?

চতুর্থ—ঈদের নামাজ মছজিদে পড়াতে ও ইদগাহে (ময়দানে) পড়াতে প্রভেদ কি আছে? হানাফী মজহাবে ইদগাহে ঈদের নামাজ পড়া ছুন্নতে মোয়াক্কাদা। এক্ষণে শাফেয়ি মজহাবে ইদগাহে ঈদ পড়া কি তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টিকার ১।২৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلوة العيد الى المصلى وانه افضل من فعلها فى المسجد وعلى هذا عمل الناس فى معظم الامصار و اما اهل مكة فلا يصلونها الا فى المسجد من الزمن الاول و لاصحابنا وجهان احدهما الصحراء افضل لهذا الحديث و الثانى وهو الاصح عند اكثرهم المسجد افضل الا ان يضيق قالوا و انما صلى اهل مكة فى المسجد لسعته و انما خرج النبى صلعم الى المصلى لضيق المسجد فدل على ان المسجد افضل اذا اتسع *

"এই হাদিছটি ঐ ব্যক্তির অনুকূলে দলীল হইবে—যিনি বলিয়াছেন যে, ঈদের নামাজের জন্য ঈদগাহের দিকে বাহির হওয়া মোস্তাহাব, মছজেদে ঈদ পড়া অপেক্ষা ইদগাহে ঈদ পড়া আফজল (উত্তম)। ইহার উপর বড় বড় শহরে লোকদিগের আমল হইতেছে। কিন্তু মক্কাবাসিগণ প্রথম জামানা হইতে মছজেদে উহা পড়িয়া আসিতেছেন। আমাদের শাফিয়ি-বিদ্বানগণের দুই প্রকার মত আছে, প্রথম এই হাদিছ অনুসারে ময়দান

আফজল (মোস্তাহাব), দ্বিতীয় মতে মছজেদ আফজল, কিন্তু যদি উহা সঙ্কীর্ণ হয়, (তবে স্বতন্ত্র কথা), ইহা তাহাদের অধিকাংশের নিকট সমধিক ছহিহ। এই দল বলিয়াছেন, মক্কাবাসিগণ মছজেদে উহা পড়িয়া থাকেন, যেহেতু উহা প্রশস্ত স্থান। নবি (ছাঃ) (মদিনা শরিফে) মছজেদের সঙ্কীর্ণতা হেতু ঈদগাহের দিকে বাহির হইতেন। ইহাতে প্রমানিত হয় যে, মছজেদ প্রশস্ত হইলে আফজল হইবে।"

এমাম এবনো-হাজার "ফৎহোল-বারি"র ২।৩০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

و استدل به على استحباب الخروج الى الصحراء لصلوة العيد و ان ذلك افضل من صلاتها فى المسجد *

"এই হাদিছ দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা যায় যে, ঈদের জন্য ময়দানের দিকে বাহির হওয়া মোস্তাহাব, উক্ত নামাজ মছজেদে পড়া অপেক্ষা ময়দানে পড়া আফজল।"

ইহাত গেল, শাফিয়ি আলেমগণের মত।

এক্ষণে আসুন, বর্ত্তমান মোহম্মদী (আহলে-হাদিছ) নামধারী নামধারি সম্প্রদায়ের এতৎসম্বন্ধে মত কি, তাহাই দেখা যাউক।

তাঁহাদের একজন নেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব মেছ-কোলখেতামের ১।১৩৭।১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

دریجا دلیل است بر آنکه بیرون آمدن برائے نماز عید بصحرا افضل ست از گذاردن در مسجد •

"এই স্থলে প্রমাণিত হইতেছে যে, মছজেদে ঈদের নামাজ পড়া অপেক্ষা উহার জন্য ময়দানের দিকে বাহির হওয়া আফজল (মোস্তাহাব)।"

আরও তাঁহাদের কাজিশওকানি দোরারে বাহিয়াতে লিখিয়াছেন :

و يستحب التجمل و الخروج الى خارج البلد

"সুন্দর বস্ত্র পরিধান করা ও শহরের বাহিরের দিকে গমন করা মোস্তাহাব।"

তাঁহাদের দলের মৌলবি মোহাঃ আশরাফ ছাহেব আওনোল-মা'বুদের ১।৪৫১।৪৫২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

فالافضل اداؤها في الصحراء في سائر البلاد ان وفي مكة
خلاف ; الظاهر ان المعمد في مكة ان يصلي في المسجد
الحرام علي ما عليه العمل في هذه الايام و لم يعرف
خلافه منه عليه الصلوة و السلام و لا من احد من السلف
الكرام و في السبل و قد اختلف العلماء على قولين هل
الافضل في صلوة العيد الخروج الي الجبانة او الصلوة
في مسجد البلد اذا كان واسعا - اول قول الشافعي انه
اذا كان مسجد البلد واسعا صلوا فيه و لا يخرجون
فكلامه يقتضي بان العلة في الخروج طلب الاجتماع
و لذا امر صلى الله عليه و آله و سلم باخراج العواتق و
ذوات الخدور فاذا حصل ذلك في المسجد فهو
افضل و لذلك اهل مكة لا يخرجون لسعة
مسجدها و ضيق اطرافها و الى هذا ذهب
جماعة قالوا الصلوة في المسجد افضل و القول الثاني
لمالك ان الخروج الى الجبانة افضل و لو اتسع
المسجد للناس و حجتهم محافظة صلعم على ذلك
و لم يصل في المسجد الا لعذر المطر و لا يحافظ صلعم
الا على الافضل ☐

"সমস্ত শহরে ময়দানে উক্ত ঈদ পড়া আফজল মক্কা সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে। প্রকাশ্য কথা এই যে, মক্কা সম্বন্ধে বিশ্বাস-যোগ্য মত এই যে, মসজেদোল হারামে ঈদ পড়িবে, ইহার উপর বর্ত্তমানে আমল হইয়া আসিতেছে, হজরত নবি (ছাঃ)

হইতে এবং কোন বোজর্গ প্রাচীন বিদ্বান হইতে ইহার বিপরিত মত জানা যায় নাই। ছোবোল গ্রন্থে আছে, আলেমগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন, ঈদের নামাজে ময়দানের দিকে বাহির হওয়া আফজল কিম্বা শহরের মসজেদ প্রশস্ত হইলে, উহাতে ঈদ পড়া আফজল? প্রথমটী শাফেয়ির মত অর্থাৎ যদি শহরের মসজেদ প্রশস্ত হয়, তবে লোকেরা উহাতে নামাজ পড়িবে এবং বাহিরে যাইবে না। তাঁহার কথায় বুঝা যায় যে, (ময়দানে) বাহির হওয়ার উদ্দেশ্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা, এই হেতু নবি (ছাঃ) বালেগা ও অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোকদিগকে বাহির করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহা মসজেদে সম্ভব হইলে, মসজেদ আফজল হইবে। এই হেতু মক্কাবাসিগণ মসজেদের প্রশস্ততা হেতু ও চতুর্দ্দিকের স্থানের সঙ্কীর্ণতা হেতু বাহিরে গমন করিতেন না। একদল বিদ্বান এই মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মসজেদে (ঈদের) নামাজ আফজল। দ্বিতীয় মত (এমাম) মালেকের, (তিনি বলিয়াছেন) মসজেদে লোকদিগের স্থান সঙ্কুলান হইলেও ময়দানের দিকে বাহির হওয়া আফজল, তাঁহাদের প্রমাণ এই যে, নবি (ছাঃ) এই নিয়মের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, তিনি বর্ষার ওজোর ব্যতীত মসজেদে (ঈদের) নামাজ পাড়েন নাই। নবি (ছাঃ) আফজল কার্য্য ব্যতীত এইরূপ হেফাজত করেন না।"

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, আহলে হাদিছ নামধারিদিগের মতে ঈদের ময়দানে উপস্থিত হওয়া মোস্তাহাব, আর হানাফীদিগের মতে উহা ছুন্নত। শামি, ১।৬১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে আমি খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, যখন আপনাদের মতে ঈদের নামাজ ময়দানে পড়িতে যাওয়া মোস্তাহাব, কাহারও মতে উহা ওয়াজেব নহে, যদি উহা ওয়াজেব হইত,

তবে মক্কাবাসিগণ হজরত নবি (সাঃ) এর জমানা হইতে একাল পর্য্যন্ত উহা মসজেদে পড়িতেন না। এক্ষেত্রে মোস্তাহাব কার্য্য আদায় করার জন্য স্ত্রীলোকদিগের ময়দানে উপস্থিত হওয়া অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য (ওয়াজেব ফরজ) হইবে কিরূপে ?

খাঁ ছাহেব এইরূপ অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া একটা কথা বলিয়া ফেলেন, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে উহা বাতীল প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, ইহা খাঁ ছাহেবের চিরন্তন প্রথা। তিনি এইরূপ জ্ঞান-গরিমা লইয়াই কি এজতেহাদ ও সংস্কারের দাবি করিয়া থাকেন ?

খাঁ ছাহেব ৫ নম্বরে একটি হাদিছ মোছনাদে-আহমদ, আবুয়্যালা ও তিবরানীর বরাত দিয়া লিখিয়াছেন, হজরত বলিয়াছেন—ছুই ঈদের জন্য বহির্গত হওয়া প্রত্যেক বয়োপ্রাপ্তা-নারীর পক্ষে ওয়াজেব (অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য) হইতেছে। নয়লুল আওতার, ৩-১৬৯।”

আমাদের উত্তর।

এমাম এবনো-হাজার 'ফৎহোল-বারির ২।৩১১ পৃষ্ঠায় এই হাদিস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—

اخرجه احمد و ابو يعلى و ابن المنذر من طريق امراة من عبد القيس عن اخت عبد الله بن رواحة به و المراة لم تسم ; الاخت اسمها عمرة صحابية

“আহমদ, আবুইয়ালি ও এবনো-মোঞ্জের, আবদুল কয়েছের স্ত্রী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আবদুল্লাহ বেনে রাওয়াহার ভগ্নী হইতে (বর্ণনা করিয়াছেন), স্ত্রীলোকটীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই। (আবদুল্লাহ বেনে রাওয়াহার) ভগ্নীর নাম 'আমরাতা' ইনি একজন, ছাহাবিয়া।”

ইহাতে বুঝা যায় যে, খাঁ ছাহেবের উল্লিখিত হাদিছের

ছনদ সহিহ নহে, যেহেতু উক্ত ছনদের একজন রাবির নাম উল্লিখিত হয় নাই।

মোকাদ্দমায়-এবনে-ছালাহ :—

و هذه الاسناد الذى ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم نحو رجل او شيخ و غيرهما ●

"কোন ব্যক্তি, কোন শিক্ষক ইত্যাদি এইরূপ অস্পষ্ট মর্ম্ম-বাচক শব্দে যে কোন ছনদে কোন রাবির কথা উল্লেখ করা হয় উহা মোনকাতা (জইফ) ছনদের মধ্যে গণ্য হইবে।"

শরহে-নোখবাতোল ফেকর, ৩৮ পৃষ্ঠা :—

(و لا يقبل المبهم) ما لم يسم لان شرط قبول الخبر عدالة رواته و من ابهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته و كذا لو ابهم بلفظ التعديل كان يقول الراوى عنه اخبرنى الثقة على الاصح ★

"যে রাবির নাম উল্লেখ না করা হয়, তাহার হাদিস গ্রহণীয় হইবে না, কেননা হাদিস গ্রহণীয় হওয়ার শর্ত্ত উহার রাবিগণের সত্য-পরায়ণ হওয়া, আর যে রাবির নাম উল্লেখ না করা হয়, তাহার ব্যক্তিত্ব অজ্ঞাত থাকে, কাজেই তাহার সত্য পরায়ণতা কিরূপে নির্ণয় করা হইবে? এইরূপ যদি বিশ্বাস পরায়ণতা সূচক শব্দ সহ মূল রাবির নাম উল্লিখিত না হয়, যেরূপ একজন রাবি তাহার উপরিস্থ রাবির পরিচয়ে বলেন যে, আমাকে বিশ্বাস-ভাজন লোক বলিয়াছেন, তবে সমধিক সহিহ মতে উক্ত হাদিছ ঐরূপ অগ্রাহ্য হইবে।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, খাঁ ছাহেব যে হাদিছটি উল্লেখ করিয়াছেন, উহার ছনদে আছে, একটী স্ত্রীলোক বলিয়াছেন, তিনি যে কে বা কিরূপ ব্যক্তি, তাহা অজ্ঞাত, কাজেই এই হাদিছ ছহিহ নহে, বরং অগ্রাহ্য। খাঁ ছাহেব এইরূপ জইফ বা গ্রহণের অযোগ্য

হাদিছ দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের ঈদের ময়দানে উপস্থিতি ওয়াজেব হওয়ার দলীল পেশ করিয়া সাধারণ অজ্ঞ-সমাজকে প্রতারিত করিয়াছেন কিনা, তাহা পাঠকের বিচারাধীন।

খাঁ ছাহেবের উক্তি ঃ—

"বর্ত্তমান যুগের আলেম সমাজ যদি এই বিধানকে অস্বীকার করিতে চান, তাহা হইলে হয় তাঁহাদিগকে প্রতিপন্ন করিতে হইবে যে, আমার উল্লিখিত হাদিছগুলি ঐ সমস্ত পুস্তকে বর্ণিত হয় নাই অথবা তাঁহাদিগকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতিষ্ঠিত এছলামকে যুগের দরকার অনুসারে নিজেদের ইচ্ছামত সংশোধন করিয়া লওয়ার অধিকার তাঁহাদের আছে। সেই অধিকারের বলে, হজরতের আদেশ আদর্শগুলির দোষ-ত্রুটীর সংশোধন আজ তাঁহারা নিজেরাই করিয়া লইতেছেন। এই নীতিটী এক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লইলে অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেও তাহার প্রয়োগের প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে উঠিতে পারে। ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে, সে কথাও তাঁহাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।"

আমাদের উত্তর ঃ—

খাঁ ছাহেব যে হাদিছগুলি যে যে কেতাবের বরাত দিয়া লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি হাদিস তাঁহার লিখিত সমস্ত হাদিছ গ্রন্থে নাই। দ্বিতীয় তাঁহার উপস্থাপিত কতকগুলি হাদিস জইফ (গ্রহণের অযোগ্য)। তৃতীয় তাঁহার লিখিত কতকগুলি হাদিছ সহিহ হইলেও তৎসমস্ত দ্বারা স্ত্রীলোকদিগের ঈদে যোগদান করা ওয়াজেব (অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য) হওয়া কিছুতেই প্রামাণিত হয় না। ইহা আমি ইতি পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি।

তৎপরে বলি, হজরতের হাদিসের অর্থ কি, তাহা নির্ণয় করার ভার এমাম মোজতাহেদগণের উপর অর্পিত হইয়াছে।

কোরাণ শরিফের ছুরা নিছার আয়তে আছে ঃ—

و لو ردوه الى الرسول و الى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ✪

এজতেহাদকারি এমামগণের উপর শরিয়তের ব্যবস্থা স্থির করার ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

ছহিহ বোখারী, ১।১০৮ পৃষ্ঠা ঃ—

لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلى حتى ناتيها و قال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر للنبى صلعم فلم يعنف و احدا منهم ☐

"(হজরত বলিয়াছেন) কেহ যেন বনি কোরায়জা ব্যতীত (অন্য স্থানে) আছরের নামাজ পাঠ না করে তাঁহাদের কতক সংখ্যক লোকের আছরের ওয়াক্ত পথিমধ্যে উপস্থিত হইল, ইহাতে তাঁহাদের কতক লোক বলিলেন, আমরা যতক্ষণ উক্ত স্থানে উপস্থিত না হই, (আছরের) নামাজ পড়িব না। আর তাঁহাদের কেহ কেহ বলিলেন, বরং আমরা (পথি মধ্যে) নামাজ পড়িয়া লইব, হজরত আমাদের সম্বন্ধে ঐরূপ উদ্দেশ্যে কথা বলেন নাই। তৎপরে নবি (ছাঃ) এর নিকট উহা উল্লেখ করা হয়, ইহাতে তিনি তাহাদের কাহাকেও তিরষ্কার করেন নাই।"

আল্লামা এবনো-হাজার 'ফৎহোল বারি'র ৭।২৮৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিসের টীকায় লিখিয়াছেন ঃ—

قال السهيلى و غيره فى هذا الحديث من الفقه انه لايعاب على من اخذ بظاهر حديث او آية و لا على من استنبط من النص معنى يخصصه ☐

"ছোহায়লি প্রভৃতি বলিয়াছেন, এই হাদিসে এই নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় যে, যে ব্যক্তি কোন হাদিস কিম্বা আয়তের

স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহার উপর এবং যে ব্যক্তি স্পষ্ট আয়ত ও হাদিসের কোন বিশিষ্ট মর্ম্ম আবিষ্কার করেন তাহার উপর দোষারোপ করা যাইবে না।"

এমাম নাবাবি ছহিহ মোছলেমের টীকার ১।৯৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিছের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—

فيه دلالة لمن يقول بالمفهوم و القياس و فيه انه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده اذا بذل وسعه في الاجتهاد ★

এই হাদিছটী উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে দলীল হইবে—যিনি নিগূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার ও কেয়াছ করা জায়েজ হওয়ার মত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এই হাদিছে ইহাও বুঝা যায় যে, এজতেহাদ দ্বারা যে ব্যবস্থা প্রকাশ করেন, যদি তিনি এজতাহাদে নিজের শক্তি প্রয়োগ করেন, তবে তিনি তিরষ্কারের পাত্র হইবেন না।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যে, এমামগণ কোরাণ ও হাদিছের যেরূপ অর্থ বুঝিবেন, লোকের পক্ষে তাহার প্রতি আমল করা জায়েজ।

কোরাণ শরিফে আছে :—

و امرهم شورى بينهم ☐

"তাঁহাদের কার্য্য পরস্পরের পরামর্শ দ্বারা (স্থিরীকৃত) হইবে। কোরাণ শরিফে আছে :—

و يتبع غير سبيل المؤمنين الخ ٥

"এমাম শাফেয়ি ও অন্যান্য আলেমগণ বলিয়াছেন, এই আয়তে এজমা মান্য করা ওয়াজেব সপ্রমাণিত হয়।

ছহিহ বোখারী :—

تلزم جماعة المسلمين ٥

এরূপ মর্ম্মের হাদিসগুলিতে মুসলমান এমামগণের এজমা মান্য

করা ওয়াজেব হওয়া বুঝা যায়।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, মুছলমান মোজতাহেদ-গণের নির্দ্ধারিত ব্যবস্থাগুলিও খোদা ও রাছুলের নির্দ্ধারিত শরিয়তের একাংশ।

ছহিহ মোছলেম, ২।৪১৪ পৃষ্ঠা ঃ—

لا تكتبوا عني و من كتب عني غير القرآن فليمحه ٥

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা আমা হইতে (হাদিস) লিখিও না, যে ব্যক্তি কোরাণ ব্যতীত আমা হইতে কিছু লেখে, সে যেন উহা মুছিয়া ফেলিয়া দেয়।" এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট-ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরতের হাদিছ লিখন নাজায়েজ।

বিদ্বানগণ এই নিষেধাজ্ঞাটী হেতুব্যঞ্জক বুঝিয়া যখন দেখিলেন, যে, যে হেতুবাদে উহা নিষেধ করা হইয়াছিল, উহা তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তখন উহা লিখিতে অনুমতি দিলেন। সেই সময় হইতে মোহাদ্দেছগণ হাদিছ লিলিতে সাধ্য-সাধনা করেন।

এক্ষেত্রে খাঁ ছাহেব কি বলিতে চাহেন যে, মোহাদ্দেছগণ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতিষ্ঠিত শরিয়তকে নিজেদের ইচ্ছামত সংশোধন করিয়া লইয়াছেন বা সেই অধিকারের বলে হজরতের আদেশ ও আদর্শগুলির দোষত্রুটির সংশোধন নিজেরাই করিয়া লইয়াছেন ?

(২) হজরত মোস্তফা (ছাঃ) এর জামানায় কোরাণ শরিফ ত্রিশ পারা একত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল না। হজরত (ছাঃ) কোন হেতুবাদে উহা একত্রে লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেন নাই। এমামা যুদ্ধে বহু হাফেজে-কোরাণ শহিদ হইয়া যাওয়ার পরে হজরত ওমার (রাঃ) হজরত আবুবকর (রাঃ)র নিকট উহা একত্রে লিপিবদ্ধ করার প্রস্তাব প্রথমে উথাপন করেন। হজরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, হজরত যাহা না

করিয়াছেন, আমি তাহা কিরূপে করিব ? অবশেষে তিনি হজরত ওমারের মতে মত দিয়া উহা একত্রে লিপিবদ্ধ করিতে আদেশ প্রদান করেন।

এস্থলে খাঁ ছাহেব তাঁহাদের এইরূপ সংস্কার সম্বন্ধে কি বলিতে চাহেন ?

(৩) নবি (ছাঃ) এর জামানায় হাদিসের ছনদ জানা আবশ্যক ছিল না, হজরত ইহা জানিতে আদেশ করেন নাই। তাবেয়ি ও তাবাতাবেয়িগণের জামানায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু হাদিসের এছনাদ জানা ওয়াজেব বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। মোহাদ্দেছগণ ছহিহ হাদিছ নির্ব্বাচন করিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেয়াছি শর্ত্ত স্থির করিলেন, হাদিছসমূহকে ছহিহ, হাছান, জইফ, মরফু,মওকুফ, মকতু. মোদরাজ, মোনকার, মোরছাল, মোয়ানয়ান ইত্যাদি বহুভাগে বিভক্ত করিয়া কতককে গ্রহণ ও কতককে ত্যাগ করিলেন।

এক্ষেত্রে খাঁ ছাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যুগের দরকার অনুসারে এইরূপ সংস্কারের বিরুদ্ধে কি মন্তব্য প্রকাশ করিতে চান ?

যদি ওলামা সম্প্রদায়ের একবাক্যে স্বীকৃত মতকে খাঁ ছাহেব অগ্রাহ্য করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যে কোরাণ শরিফ আল্লহ পাক হজরত নবি (ছাঃ) এর উপর নাজেল করিয়াছিলেন, তাহাই যে অবিকল এই প্রচলিত কোরাণ, ইহার প্রমাণ ওলামা সম্প্রদায়ের এজমায়ি মত ব্যতীত আর কি আছে ?

হজরত মোস্তফা (ছাঃ) যে হাদিসগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত যে বড় বড় হাদিছের কেতাব অবিকল লিখিত হইয়াছে, ইহার প্রমাণ মোহাদ্দেছ ওলামা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত

বা এজমায়ি মত ব্যতীত আর কি আছে ?

এমাম বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ যে হাদিছ গ্রন্থগুলি লিখিয়াছিলেন, তৎসমস্ত যে এই প্রচলিত হাদিছ গ্রন্থগুলি, ইহার প্রমান ওলামা সম্প্রদায়ের উক্তি ব্যতীত আর কিছু আছে কি ?

এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে—যাহাতে মোজতাহেদ ওলামা সম্প্রদায়ের দ্বারা শরিয়তের ব্যবস্থাগুলি স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

কোরাণ ও হাদিছ গুরু-গম্ভীর শব্দে মোজতাহেদগণের এজমায়ি ও কেয়াছি ব্যবস্থাগুলি শরিয়তের দলীল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে পাঠকেরা বুঝুন, ওলামা সম্প্রদায়ের উপর শরিয়তের কতক ব্যবস্থা স্থির করার ভার অর্পিত হইয়াছে কিনা ?

বর্ত্তমান যুগের এজতেহাদ শূন্য আলেমগণ যেন এইরূপ আসন প্রাপ্তির দাবী না করেন, করিলেও তাহাত খোদা ও রাছুলের হুকুম মত অগ্রাহ্য। হজরত আএশা (রাঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান তাবেয়ি, তাবা তাবেয়ি, বিদ্বান ও এমামগণ জামানার পরিবর্ত্তন হেতু যুবতী ও সুন্দরী স্ত্রীলোকদিগকে ঈদের জামায়াতে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, এমন কি দুনইয়ার সমস্ত মুছলমান সম্প্রদায় ইহা মানিয়া লইয়াছেন।

শরহে মোছাল্লামোছ-ছবুত, ৫১২ পৃষ্ঠায় ঃ—

لو اتفقوا على فعل بان عمل الكل فعلا و لا قول هناك فالمختار انه كفعل الرسول صلى الله عليه و آله و اصحابه و سلم ★

"যদি সমস্ত মোজতাহেদ একমতে কোন কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোন মৌখিক ফৎওয়া না থাকিলেও

মনোনীত মতে উহা রাছুল (ছাঃ) এর কার্য্যের তুল্য হইবে।"

তুনইয়ার ওলামা সম্প্রদায়ের উপরোক্ত কার্য্য হজরতের শরিয়ত হইবে না কেন ?

খাঁ ছাহেবের উক্তি :—

سبل السلام (ছোবোলোছ-ছালাম) গ্রন্থে লিখিত আছে, স্ত্রীলোকদিগকে (ঈদের দিনে) বাহির করা যে ওয়াজেব, এই হাদিছ তাহার প্রমাণ। এবনো আব্বাছের হাদিছ হইতেও ওয়াজেব, হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে তিন প্রকার অভিমত আছে। প্রথম উহা নিশ্চয়ই ওয়াজেব। হজরত আবুবকর, হজরত আলি ও হজরত ওমারের অভিমত ইহাই।"

আমাদের উত্তর।

ছোবোলোছ-ছালাম মজহাব বিদ্বেষী একজন লোকের লিখিত কেতাব, তাঁহার লিখিত মত তুনইয়ার সমস্ত লোকের পক্ষে মান্য করা ওয়াজেব ফরজ নহে। তিনি যে বলেন যে, উক্ত হাদিছে স্ত্রীলোকদিগকে (ঈদের দিনে) বাহির করা যে ওয়াজেব, এই হাদিস তাহার প্রমাণ, ইহা বাতীল দাবি।

এমাম আবু ইছা তেরমেজি ছহিহ তেরমেজির ১।৭১ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিছের পরে লিখিয়াছেন :—

قد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث و رخص للنساء فى الخروج الى العيدين ✪

"কতক সংখ্যক বিদ্বান এই হাদিছের প্রতি আমল করিয়া স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে তুই ঈদে বাহির হওয়ার অনুমতি দিয়াছেন।'

আল্লামা এবনো-হাজার 'ফৎহোল বারি'র ২।৩২০।৩২১ পৃষ্ঠাও উক্ত হাদিছের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—

و فيه استحباب خروج النساء الى شهود العيدين ●

"উক্ত হাদিছের স্ত্রীলোকদিগের তুই ঈদে যোগদান করার

জন্য বাহির হওয়া মোস্তাহাব হওয়া বুঝা যায়।”

এইরূপ এমাম নাবাবি সহিহ মোছলেমের টীকা ১।২৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—

বড় বড় মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন, উক্ত হাদিসে স্ত্রীলোকদিগের ঈদে যোগদান করা মোবাহ কিম্বা মোস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয়, কাজেই মজহাব বিদ্বেষী সোবোলোস সালাম লেখকের ওয়াজেব হওয়ার দাবি একেবারে বাতীল হওয়া প্রমাণিত হইল।

দ্বিতীয়—খাঁ সাহেব যে সোবোলোস-সালামের অনুবাদে লিখিয়াছেন, “এবনো-আব্বাসের হাদিস হইতেও ওয়াজেব হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।” ইহা সোবোলোস-সালামের উল্লিখিত আরবি এবারতে কোথায় আছে? খাঁ সাহেব এই কথাগুলি কোথা হইতে জন্ম দিলেন? ইহা জাল ব্যতীত আর কি হইবে?

তৃতীয়—ছোবোলোছ-ছালাম লেখক লিখিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকদিগের ঈদে বাহির হওয়া ওয়াজেব, ইহা হজরত আবুবকর, ওমার ও আলির মত। এস্থলে তিনি দুইটি ভ্রম করিয়াছেন, প্রথম ইহা হজরত ওমারের মত নহে।

এমাম নাবাবি সহিহ মোছলেমের টিকার ১।২৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেনঃ—

قال القاضى و اختلف السلف فى خروجهن للعيدين فراى جماعة ذالك حقا عليهن منهم ابو بكر و على و ابن عمر وغيرهم *

“কাজী বলিয়াছেন, উক্ত স্ত্রীলোকদিগের দুই ঈদে বাহির হওয়া সম্বন্ধে প্রাচীনগণ মতভেদ করিয়াছেন, একদল উহা তাহাদের পক্ষে হক ধারণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে আবুবকর, আলি, এবনো-ওমার প্রভৃতি।”

এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি 'ফৎহোল বারি'র ২।৩২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ

و قد اختلف فيه السلف فنقل عياض وجوبه عن ابى بكر و على و ابن عمر *

"প্রাচীনগণ তৎসম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, এয়াজ, আবুবকর, আলি ও এবনো-ওমার হইতে উহা ওয়াজেব হওয়ার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে উহা হজরত ওমারের মত নহে, যদি উহা তাঁহার মত হইত, তবে এমাম এবনো-হাজার ও এমাম নাবাবি উহা অবগত হইতে পারিতেন। বরং উহা হজরত এবনো-ওমারের অর্থাৎ হজরত ওমারের পুত্র আবছুল্লাহ মত। সোবোলোছ-সালাম লেখক ভ্রম বশতঃ এবনো-ওমারের স্থলে ওমার বুঝিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন।

দ্বিতীয় সোবোলোস-সালাম লেখক কাজি এয়াজের তকলীদের বশবর্ত্তী হইয়া লিখিয়াছেন যে, উহা হজরত আবুবকর ও আলির মতে ওয়াজেব। কাজি এয়াজের এই দাবিও সত্য বলিয়া বোধ হয় না।

এমাম এবনো-হাজার 'ফৎহোল বারি'র ২।৩২০।৩২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

و الذى وقع لنا عن ابى بكر و على ما اخرجه ابن ابى شيبة و غيره منهما قالا حق على كل ذات نطاق الخروج الى العيدين و قوله حق يحتمل الوجوب و يحتمل تاكيد الاستحباب و روى ابن ابى شيبة ايضا من ابن عمر انه كان يخرج الى العيدين من استطاع من اهله و هذا ليس صريحا فى الوجوب ايضا بل روى عن ابن عمر المنع فيحتمل ان يحمل على حالين •

"আমাদের নিকট আবুবকর ও আলি হইতে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে, উহা এই এবনো-আবিশায়বা প্রভৃতি উভয়ের ছনদে রেওয়াএত করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়ে বলিয়াছেন, প্রত্যেক পর্দ্দা-নশিন স্ত্রীলোকের পক্ষে দুই ঈদে বাহির হওয়া হক।"

"(এমাম এবনো হাজার বলিয়াছেন) হক শব্দের অর্থ ওয়াজেব হইতে পারে এবং তাকিদ সূচক মোস্তাহাব হইতেও পারে। এবনো-আবিশায়বা" এবনো-ওমারের রেওয়াএতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি নিজের পরিজন হইতে যাহাদিগকে পারিতেন দুই ঈদে বাহির করিতেন। (এমাম এবনো-হাজার বলেন), ইহাতেও উহা ওয়াজেব হওয়া স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না, বরং এবনো-ওমার হইতে উহা নিষেধ করার রেওয়াএত করা হইয়াছে। বিশেষ সম্ভব, উহা দুই অবস্থার কথা হইবে।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, হজরত আবুবকর, আলি ও এবনো-ওমারের মতে উহা ওয়াজেব হওয়ার দাবি ঠিক নহে।

এই হেতু এমাম আবু আবদুল্লাহ ওমার মালিকি ছহিহ মোছ-লেমের টীকা 'اكمال اكمال المعلم' 'একমালো একমালে মোয়াল্লেম' এর ৩।৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

و اختلف السلف فى خروج النساء فاجازه ابو بكر و على و ابن عمر و غيرهم *

"প্রাচীনগণ স্ত্রীলোকদিগের (ঈদের জন্য) বাহিরে যাওয়া সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন, আবুবকর, আলি, এবনে-ওমার প্রভৃতি উহা জায়েজ বলিয়াছেন। ইহাতেও বুঝা যায় যে, হজরত আবুবকর, আলি ও এবনো-ওমারের মতে সেই পাক জামানায় স্ত্রীলোকদিগের ঈদগাহে যোগদান করা ওয়াজেব ছিল না, বরং মোস্তাহাব কিম্বা ছুন্নত ছিল।

পাঠক, এক্ষণে আপনারা বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, হজরত

নবি (ছাঃ) এর কোন সাহাবার মতে উহা ওয়াজেব ছিল না, ইহা কাজি এয়াজের ভ্রমাত্মক ধারণা। ছোবোলোছ-ছালাম লেখক ও খাঁ সাহেব এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণার অন্ধ অনুসরণ করতঃ এইরূপ ভ্রমসঙ্কুল মত প্রকাশ করিয়াছেন ।

আমি যদি কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাদের কতকের মতে উহা ওয়াজেব বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে ইহাতে মজহাব অমান্য-কারি সোবোলোস-সালাম লেখক ও খাঁ ছাহেবের পক্ষে দলীল হইবে কিরূপে ?

খাঁ ছাহেবের পরম গুরু কাজি শওকানি এরশাদোল-ফহুলের ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

و الحق انه ليس بحجة ○

"সত্য মত এই যে, সাহাবার মত দলীল হইবে না।"

তাঁহার দ্বিতীয় নেতা নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব রওজা-নাদিয়ার ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

قول الصحابة لا تقوم حجة ○

"সাহাবার মত দলীল রূপে প্রতিপন্ন হইবে না।"

বরং খাঁ ছাহেবের মানিত সোবোলোস-সালাম লেখক হজরত ওমারের বিশ রাকায়াত তারাবিহ্ প্রচলন করাকে বেদয়াত কার্য্য বলিয়াছেন। মেছকোল খেতাম দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে খাঁ ছাহেব যখন সাহাবার মতকে নিজের জন্য শরিয়তের দলীল বলিয়া গ্রহণ করেন না, তখন তিনি কিরূপে উহা অন্যের বিরুদ্ধে দলীল রূপে পেশ করিতে সাহসী হইলেন?

তৎপরে খাঁ ছাহেব লিখিয়াছেন :—

"দ্বিতীয় মত এই যে, উহা ছুন্নত, আদেশ শব্দকে তাঁহারা বাধ্যতামূলক না বুঝিয়া শ্রেয়ব্যঞ্জক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

একদল এই মতের সমর্থক।”

আমাদের উত্তর ঃ—

এমাম এবনো-হাজার লিখিয়াছেন ঃ—

و منهم من حمله على الندب و جزم بذلك الجرجانى من الشافعية و ابن حامد من الحنابلة ٥

“তাঁহাদের মধ্যে একদল উহার অর্থ মোস্তাহাব লইয়াছেন। শাফেয়ি মতাবলম্বী জোরজানি ও হাম্বলী মতাবলম্বী এবনোহামেদ ইহার উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।”

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, হজরতের একদল ছাহাবা উহা মোস্তাহাব বুঝিয়াছেন, হজরত আবুবকর, আলি প্রভৃতি উহা তাকিদী মোস্তাহাব (ছুন্নত) বুঝিয়াছেন। ওয়াজেব হওয়া কোন ছাহাবার মত নহে।

তৎপরে খাঁ সাহেব লিখিয়াছেন ঃ—

আদেশ শব্দের মৌলিক অর্থ ওয়াজেব, গৌনার্থ মোস্তাহাব, কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত قرينة صارفة ব্যতীত উহার গৌনার্থ গ্রহণ করা সিদ্ধ হইতে পারে না। এই স্থলে এইরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। বরং ইহার বিপরীত সমস্ত হাদিস ও ইতিবৃত্ত বলিয়া দিতেছে যে, হজরত জীবনের শেষ পর্য্যন্ত নিজের স্ত্রী-কন্যাদিগকে ঈদগাহে উপস্থিত করিয়াছেন এবং সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার ও সকল বয়সের স্ত্রীলোকদিগকে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাকিদ করিয়াছেন। দারিদ্রের অজুহাতে অনুপস্থিত থাকার অনুমতি প্রদান করেন নাই। কাজেই উহার গৌনার্থ গ্রহন করা অসঙ্গত। ইহা খাঁ ছাহেবের দাবির মূল মন্তব্য।

আমাদের উত্তর ঃ—

(১) যখন খাঁ ছাহেবের নিজ মজহাবে ঈদের নামাজ পড়া কিম্বা ঈদের ময়দানে গমন করা ছুন্নত বা মোস্তাহাব, তখন ছুন্নত

বা মোস্তাহাব কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগের যোগদান করা ওয়াজেব হইতেই পারে না, বড় বেশী হয়ত ছুন্নত বা মোস্তাহাব হইতে পারে।

(২) লক্ষাধিক ছাহাবার মধ্যে কেবল উম্মে-আতিয়া নাম্নী একটি স্ত্রীলোক বলিয়াছেন. হজরত স্ত্রীলোকদিগকে ঈদগাহে যোগদান করিতে আদেশ করিয়াছেন, হজরত কি বলিয়াছিলেন, আর তিনি বা কি বুঝিয়াছিলেন, হয়ত হজরত একরূপ বলিয়াছিলেন, তিনি অন্য প্রকার বুঝিয়া ছিলেন সহস্র সহস্র পুরুষ ছাহাবা— যাহারা সর্ব্বদা হজরতের খেদমতে থাকিতেন, তাঁহারা কেহ এইরূপ বলিলেন না, কাজেই এইরূপ সন্দেহমূলক কথাতে কোন বিষয় ওয়াজেব সাব্যস্ত হইতে পারে না।

(৩) হজরত যেরূপ ওয়াজেবের জন্য তাকিদ করিতেন, সেইরূপ ছুন্নতের জন্য তাগিদ করিতেন। হজরত মেছওয়াকের জন্য বিশেষ তাকিদ করিয়া ছিলেন, তাই বলিয়া কি উহা ওয়াজেব হইয়া যাইবে?

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী
উলূমিদ্দীন ফাউন্ডেশন
কৃষ্ণপুর, আলগীবাজার, হাইমচর, চাঁদপুর

মেশকাত, ৯৬ পৃষ্ঠা:—

قال النبى صلعم اذا شهدت احدكن المسجد فلا يمنعها متفق عليه □

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন তোমাদের (স্ত্রীলোকদিগের) মধ্যে কেহ মছজিদে উপস্থিত হয়, কেহ যেন তাহাকে নিষেধ না করে।" বোখারী ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

আরও ৯৭ পৃষ্ঠা:—

قال رسول الله صلعم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استاذنكم □

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ববিয়াছেন, তোমরা স্ত্রীলোকদিগকে মছজেদগুলির (ছওয়াবের) অংশ লইতে নিষেধ করিও না—যখন

তাহারা তোমাদের নিকট অনুমতি চাহে।" ইহাতে বুঝা যায় যে, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ওয়াক্তিয়া জামায়াতের জন্য মছজিদে গমন করা তাঁহার জামানায় ছুন্নত ছিল। যদি স্ত্রীলোকেরা মছজেদে যাওয়ার ইচ্ছা করে, তবে স্বামীদিগের পক্ষে তাহাদিগকে তথায় যাইতে অনুমতি দেওয়ার আদেশ হজরত (ছাঃ) করিয়াছিলেন। খাঁ ছাহেবের মতে হজরত আদেশ করিলেই যখন কোন কার্য ওয়াজেব হইয়া যায়, তবে অনুমতি চাওয়া সূত্রে তাহাদের ওয়াক্তিয়া জামায়াত কিম্বা জুমাতে হাজির হওয়া ওয়াজেব হইবে না কেন?

স্বামীর আদেশ মান্য করা স্ত্রীর পক্ষে ফরজ ওয়াজেব, এই ওয়াজেব লঙ্ঘন করতঃ যখন তাহাকে মছজিদে যাইতে আদেশ করা হইতেছে, তখন এই স্পষ্ট ইঙ্গিত قرينة থাকা সত্ত্বেও কেন উহা ওয়াজেব হইবে না?

আর খাঁ ছাহেব দাবি করিয়াছেন যে, হজরত শেষ জীবন পর্য্যন্ত নিজের স্ত্রীকন্যাদিগকে ঈদগাহে উপস্থিত করিতেন, ইহা যে বাতীল দাবি, তাহা ইতিপূর্ব্বে সপ্রমান করিয়া দেখাইয়াছি।

(৪) হজরত আজান ও একামতের আদেশ করিয়াছিলেন, উহা ওয়াজেব হইল না কেন?

(৫) এমাম এবনো-হাজার, এমাম নাবাবী, আল্লামা কোস্তোলানি, তেরমেজি প্রভৃতি বড় বড় মোহাদ্দেছ উহাতে মোস্তাহাব হওয়া বুঝিলেন কেন? তাঁহারা কি খাঁ সাহেব অপেক্ষা বিদ্যা-বুদ্ধিতে কম ছিলেন?

এস্থলে পাঠকগণকে স্মরণ রাখিতে বলি, হজরত নবি (ছাঃ) এর পাক জামানায় স্ত্রীলোকদিগের ঈদগাহে যোগদান করা ছুন্নত ছিল, কিম্বা মোস্তাহাব, ইহাতে ছাহাবাগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল, হজরত আবুবকর, আলি ও এবনো-ওমারের মতে ছুন্নত,

অন্যান্য ছাহাবার মতে মোস্তাহাব।

পরবর্ত্তী যুগে ফাছাদের সৃষ্টি হওয়ার জন্য ইহা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথমে হজরত আএশা (রাঃ) ইহা নিষেধ করিয়াছেন, পরে তাবেয়িগণের মধ্যে হজরত ওরওয়া, কাছেম, তাবা-তাবেয়িগণের মধ্যে আবদুল্লাহ বেনে-মোবারক, ছুফইয়ান ছওরি, এমামগণের মধ্যে আবুহানিফা, মালেক, শাফিয়ি, আবু-ইউছফ প্রভৃতি উহা নিষেধ করিয়াছেন।

এমাম নাবাবি ছহিহ মোছলেমের টিকার ১।২৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

قال اصحابنا يستحب اخراج النساء غير ذوات الهيئات المستحسنات فى العيدين دون غيرهم و اجابوا عن اخراج ذوات الخدور و المخبأة بان المفسدة فى ذلك الزمن كانت مامونة بخلاف اليوم و لهذ اصح عن عائشة رض لو راى رسول الله صلعم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بنى اسرائيل ☐

"আমাদের শাফেয়ি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যুবতী ও সুন্দরী না হইলে, স্ত্রীলোকদিগের দুই ঈদে বাহির করা মোস্তাহাব, পক্ষান্তরে যুবতী ও সুন্দরী হইলে, মোস্তাহাব নহে। পর্দ্দা-নশিন ও অন্তঃপুর-বাসিনী স্ত্রীলোকদিগের বাহির করার কথা (যে হাদিছে আছে), উহার উত্তরে তাঁহারা বলিয়াছেন, উক্ত জামানায় ফাছাদের আশঙ্কা ছিল না, কিন্তু বর্ত্তমান জামানার অবস্থা উহার বিপরীত, এই হেতু ছহিহ প্রমানিত যে, (হজরত) আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকেরা যেরূপ ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছে, যদি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উহা দর্শন করিতেন, তবে নিশ্চয় তিনি তাহাদিগকে মছজেদ-গুলিতে গমন করিতে নিষেধ করিতেন, যেরূপ ইছরাইল বংশোদ্ভবা

স্ত্রীলোকেরা নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল।”

তৎপরে এমাম নাবাবি লিখিয়াছেন :—

و منهم من منعهن ذلك منهم عروة و القاسم و يحيى الانصارى و مالك و ابويوسف و اجازه ابو حنيفة و منعه مرة ✪

“তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদিগকে ঈদগাহে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ওরওয়া, কাসেম, এহইয়া আনসারি, মালেক, আবু ইউছফ (উল্লেখযোগ্য), আবু হানিফা একবার উহার অনুমতি দিয়াছিলেন, দ্বিতীয় বার উহা নিষেধ করিয়াছিলেন।”

এমাম আবু আবদুল্লাহ মালিকি ছহিহ মোছলেমের টীকা একমালো-একমালে মোয়াল্লেমের ৩।১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

“ওরওয়া ও কাসেম উহা নিষেধ করিয়াছেন। মামেক ও এহইয়া বেনে ছইদ বৃদ্ধাদিগের জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন কিন্তু যুবতীদিগের জন্য উহা নাজায়েজ বলিয়াছিলেন। তাহাবি বলিয়াছেন, শত্রুদের চক্ষে মুসলমানদিগের সংখ্যা অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, এই হেতু প্রথম জামানায় স্ত্রীলোকদিগের বাহির হওয়ার আদেশ করা হইয়াছিল। উক্ত এমাম আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, তাহাদের নামাজের জন্য বাহিরে যাওয়া সম্বন্ধে এই মতভেদ হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের বহির্গমন নিষেধ করা সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই, কেননা তাহারা নামাজের জন্য বাহির হয় না। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীর বাহিরে যাইতে কঠোর ভাবে নিষেধ করিতে হইবে। যদি সেই স্ত্রীলোকের দিকে লোকেরা দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, তবে তাহাদিগকে সমধিক কটোর ভাবে নিষেধ করিতে হইবে।

টুইনিসের কাজি আজামি কোন সদর পথে একটি লোককে

ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া তাহার স্বামীর নিকট লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন, যদি ইহার পরে তিনি উক্ত স্ত্রীলোককে (ঐরূপ অবস্থায়) দেখেন, তবে তিনি স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে শাস্তি প্রদান করিবেন।"

আল্লামা-কোস্তোলানি এরশাদোস-সাবি'র ২।১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

و استحباب خروجهن مطلقا انما كان في ذلك الزمن من حيث كان الامن من فسادهن نعم يستحب حضور العجائز و غير ذوات الهيئات باذن ازواجهن ★

"সেই জামানায় সকল প্রকার স্ত্রীলোকের বাহিরে যাওয়া মোস্তাহাব ছিল, যেহেতু তখন তাহাদের ফাছাদের আশঙ্কা ছিল না। হাঁ (বর্ত্তমানে) বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের ও যাহারা সৌষ্ঠব সম্পন্ন নহে, তাহাদের নিজেদের স্বামীদের অনুমতি লইয়া ঈদে উপস্থিত হওয়া মোস্তাহাব।"

আরও ১।২৯৫ পৃষ্ঠাঃ—

اما هن فيمنعن لان المفسدة اذ ذلك كانت مامولة بخلافها الآن و قد قالت عائشة في الصحيح لو رأى رسول الله صلعم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني اسرائيل و به قال مالك و ابو يوسف

("আমাদের শাফেয়িগণ) সৌষ্ঠব সম্পন্নগণ (যুবতীগণ) ও সুন্দরীগণকে নিষেধ করিয়াছেন, কেননা সেই সময় ফাসাদের আশঙ্কা ছিল না, বর্ত্তমান জামানার অবস্থা ঠিক বিপরীত। সহিহ কেতাবে আছে, নিশ্চয় আএশা বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা যে ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি রাছুলুল্লাহ (সাঃ) উহা দেখিতেন, তবে তাহাদিগকে মসজিদে যাইতে নিষেধ করিতেন।"

আল্লামা এবনো হাজার 'ফৎহোল বারি'তে লিখিয়াছেন,

এমাম শাফিয়ি 'কেতাবোল-উম্মে' লিখিয়াছেন, বৃদ্ধাদের এবং যাহারা সৌষ্ঠব-সম্পন্না নহে তাহাদের ঈদে উপস্থিত হওয়া মোস্তাহাব, কিন্তু মোজান্না এমাম শাফেয়ির যে রেওয়াএত 'মোখতাছারে' লিখিয়াছেন, উহাতে আছে— যে বৃদ্ধা সৌষ্ঠব-সম্পন্না নহে, তাহার ঈদে উপস্থিত হওয়া মোস্তাহাব, নেহায়া প্রণেতা ও তাঁহার অনুসরণকারিগণ এই মতের উপর চলিয়াছেন।

তৎপরে এমাম এবনো-হাজার লিখিয়াছেন—

و الاولى ان يخص ذلك بمن يؤمن عليها و بها الفتنة و لا يترتب على حضورها محظور و لا تزاحم الرجال فى الطرق و لا فى المجامع ٥

"সমধিক উৎকৃষ্ট মত এই যে, যে স্ত্রীলোকের উপর বা দ্বারা ফাছাদের আশঙ্কা না হয় বা তাহার উপস্থিতে কোন অনিষ্টের সৃষ্টী না হয়, কিম্বা পথিমধ্যে ও মজলিশে পুরুষদিগের জনতা না থাকে, তাহার পক্ষে ঈদে উপস্থিত হওয়া মোস্তাহাব হইবে।"

ছহিহ তেরমেজি, ১।৭১ পৃষ্ঠা :—

روى عن ابن المبارك انه قال اكره اليوم الخروج للنساء فى العيدين و يروى عن سفيان الثورى انه كره اليوم الخروج للنساء الي العيد ٥

"এবনো-মোবারক হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, আমি বর্ত্তমান কালে স্ত্রীলোকদিগের দুই ঈদে বহির হওয়া মকরুহ জানি। ছুফইয়ান-ছওরি হইতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় তিনি বর্ত্তমান কালে স্ত্রীলোকদিগের ঈদে বাহির হওয়া মকরুহ বলিয়াছেন।"

আল্লামা-বদরদ্দিন আয়নি "বোখারী'র টীকার ৩।৩৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

قال ابو حنيفة الملازمات البيوت لا يخرجن

"আবু হানিফা বলিয়াছেন, অন্তঃপুর বাসিনী স্ত্রীলোকগণ (ঈদের জন্য) বাহিরে যাইবে না।"

তৎপরে তিনি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার নিম্নোক্ত কয়েকটী শর্ত্ত স্থির করিয়াছেন।

মেরকাত, ২।২৪৮।২৪৯ :—

لكن لا بد ان يقيد بان تكون غير مشتهاة فى ثياب بذلة باذن حليلها مع الامن من المفسدة بان لا يختلطن بالرجال و يكن خاليات من الحلى والحلل و البخور و الشموم و التكشف و نحوها مما احدثن فى هذا الزمان من المفاسد ٥

"বৃদ্ধা-স্ত্রীলোকদিগের ঈদগাহে যাওয়ার নিম্নলিখিত কয়েকটী শর্ত্ত আছে—তাহারা কামশক্তিহীনা হয়, সাধারণ ব্যবহৃত কাপড় পরিধান করিয়া থাকে, স্বামীর অনুমতি লইয়া থাকে, কোন ফাছাদের আশঙ্কা না থাকে, অর্থাৎ পুরুষদিগের সহিত মিলিত না হয়, গহনা, সুন্দর বস্ত্র সুগন্ধি দ্রব্য পরিধান না করে, শরীর অনাবৃতাস্থায় না রাখে, এইরূপ এই জামানায় স্ত্রীলোকেরা যে সমস্ত ফাছাদের সৃষ্টী করিয়াছে, তাহা হইতে নির্ম্মল হয়।

তৎপরে খাঁ ছাহেব লিখিয়াছেন :—

"যদি ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে কেহ বলেন যে, কোরাণ ও হাদিছে নামাজ রোজা প্রভৃতি পালন করার আদেশ আছে, ইহা বাধ্যতামূলক বিধান নহে, শ্রেয়ঃব্যঞ্জক আদেশ, তাহা হইলে এই উক্তির প্রতিবাদে যাহা বলা হইবে, দ্বিতীয় মতাবলম্বী আলেম দিগের প্রতিবাদে তাহাই বলা হইবে।"

আমাদের উত্তর —

কোন আদেশের অর্থ ওয়াজেব হইবে, আর কোন আদেশের অর্থ ছুন্নত বা মোস্তাহাব হইবে, ইহা নির্ণয় করা এমাম মোজতা-

হেদগনের কর্ত্তব্য কার্য্য।”

কোরআনের ছুরা নেছাতে আছে ঃ—

ولو ردوه الى الرسول و الى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ☐

“এই আয়ত অনুসারে এজতেহাদ ও এস্তেম্বাৎ শক্তি সম্পন্ন এমামগণ শরিয়তের ব্যবস্থা বিধান করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। সাধারণ উম্মতের পক্ষে তাঁহাদের স্থিরীকৃত ব্যবস্থা মান্য করার আদেশ করা হইয়াছে।

ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ঃ—

اذا حكم الحاكم الخ

এমাম নাবাবি ছহিহ মোছলেমের টীকার ৩।৭৬ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদিছের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন —

قال العلماء اجمع المسلمون على ان هذا الحديث في حاكم اهل للحكم فان اصاب فله اجران اجر باجتهاده و اجر باصابته و ان اخطا فله اجر باجتهاده قالوا فاما من ليس باهل للحكم فلا يحل له الحكم فان حكم فلا اجر له بل هو آثم و لا ينفذ حكمه سواء وافق الحق ام لا لان اصابته اتفاقية ليس صادرة عن اصل شرعي فهو العاص في جميع احكامه سواء وافق الصواب ام لا وهي مردودة كلها و لا يعذر في شيء من ذلك

“বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, মুছলমানগণ এজমা (এক বাক্যে স্বীকার) করিয়াছেন যে, নিশ্চয় এই হাদিছটি ব্যবস্থা প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থাদাতার পক্ষে (কথিত) হইয়াছে, যদি তিনি প্রকৃত ব্যবস্থা বিধান করেন, তবে তিনি দুইটী নেকি পাইবেন, একটি তাঁহার এজতেহাদ করার জন্য, আর একটি তাঁহার প্রকৃত ব্যবস্থা প্রদান করার জন্য। আর যদি তিনি ভ্রম করেন, তবে তাঁহার এজতেহাদ

করার জন্য একটি নেকি পাইবেন। বিদ্বানগন বলিয়াছেন যে ব্যক্তি ব্যবস্থা প্রদানের উপযুক্ত নহে, তাহার পক্ষে ব্যবস্থা প্রদান করা জায়েজ নহে। যদি সে ব্যক্তি ব্যবস্থা প্রদান করে' তবে কোন নেকী পাইবেনা, বরং সে গোনাহগার হইবে এবং তাহার ব্যবস্থা সত্যের অনুকুল হউক, আর নাই হউক গ্রহনীয় হইবে না, কেননা তাহার সত্যমত প্রাপ্তি কচিৎ হইয়া থাকে, উহা শরিয়তের দলীলের অন্তর্গত নহে, এজন্য সে সত্য প্রাপ্ত হউক, আর নাই হইক, সমস্ত ব্যবস্থাতে গোনাহগার হইবে। তাহার সমস্ত ব্যবস্থা বাতীল, কোন ব্যবস্থাতে তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।"

মেশকাত, ৫৫ পৃষ্ঠা :—

قتلهم الله الا سالوا اذ لم يعلموا

"আল্লাহ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন, যখন তাহারা অবগত নহে, তখন কেন জিজ্ঞাসা করিল না।" একদল এজতেহাদ শক্তিহীন লোক একটি মছলা প্রকাশ করিয়াছিল, এজন্য হজরত (ছাঃ) তাহাদিগকে এইরূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন। খাঁ ছাহেব একদল আরবি বর্ণ জ্ঞান শূন্য ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদিগকে কোরান ও হাদিছের অর্থ প্রকাশ করিতে উৎসাহিত করিতেছেন, তাঁহাদের কি এজতেহাদের শক্তি আছে? তাঁহাদের কথা দূরে থাকুক, আমি খাঁ সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি, যদি তাঁহার মধ্যে এইরূপ শক্তি থাকে, তবে তিনি প্রকাশ্য সভায় আগমণ করতঃ এজতেহাদের শক্তির পরীক্ষা দিন।

পাঠক, আল্লাহতায়ালা যে এমাম মোজতাহেদগনের এজতেহাদকে শরিয়তের গ্রহনীয় দলীল বলিয়া মানিয়া লইতে আদেশ দিয়াছেন, জগতের "ছুন্নত-অল-জামায়াতে"র লোকেরা তাঁহাদের কথা মানিয়া লইবেন। এজতেহাদ শূন্য খাঁ ছাহেব কিম্বা ইংরাজী শিক্ষিতদিগের ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার নাই।

পাঠক, জানিয়া রাখুন, স্ত্রীলোকদিগের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া মজহাব অমান্যকারি দলের মত, ইহা তাঁহাদের ফেকহ মোহাম্মদী ও মেছকোল-খেতাম ইত্যাদি কেতাবে আছে। খাঁ ছাহেব অতি সতর্কতার সহিত সংস্কারের নাম লইয়া নিজেদের মজহাবে অজ্ঞ হানাফীদিগকে দীক্ষিত করার কুট জাল বিস্তার করিয়াছেন। এই হেতু তিনি জগদ্বরেণ্য এমামগণের মতগুলির প্রতি দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

খাঁ ছাহেবের উক্তি ঃ—

"যে কার্য্যকে তাঁহারা রাছুলের আদর্শ বা ছুন্নত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, সেই ছুন্নতকে চিরতরে বর্জ্জন করার কারণ কি ?"

আমাদের উত্তর।

"যখন ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়িগণ দেখিলেন যে, ছুন্নত পালন করিতে গেলে, হারাম কার্য্যের সৃষ্টি হয়, তখন তাঁহারা হারাম হইতে রক্ষা পাওয়া উদ্দেশ্যে ছুন্নত ত্যাগ করিতে বর্দ্ধ-পরিকর হইলেন। অদ্যাবধি সেই হারামও ফাছাদের মাত্রা অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে, কাজেই ছুন্নতকে চিরতরে বর্জ্জন করিয়াছেন।"

মেশকাত, ৪৬২ পৃষ্ঠা—

قال انس بن مالك لا يأتي عليكم زمان الا الذي بعده اشر منه حتي تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلي الله عليه و سلم رواه البخاري

"আনাছ বেনে মালেক বলিয়াছেন, আমি তোমাদের নবী (ছাঃ) এর নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তোমাদের উপর যে কোন সময় আসিবে, উহার পরবর্ত্তি সময় তদপেক্ষা সমধিক মন্দ হইবে। বোখারী ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

হজরত আএশা (রাঃ) সেই জামানার স্ত্রীলোকদিগের ফাছাদের

কথা উল্লেখ করিয়া উহা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন, তখন ত নারীহরনের এত অধিক মোকদ্দমা কোর্টে দায়ের হইত না, পক্ষান্তরে বর্ত্তমানে নারী নির্য্যাতন, নারীহরণ ও ব্যভিচারের মাত্রা যেরূপ বৰ্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে, তাহা সঞ্জিবনী পত্রিকা পাঠ করিলে, বেশ বুঝা যাইতে পারে। কাজেই দ্বায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বানগণ স্থির করিয়াছেন, দুইটি বিপদ উপস্থিত হইলে, বড়টী দুর করিতে হইবে।

খাঁ ছাহেবের দহলিজ ঘরে এবং বসত ঘরে অগ্নি লাগিয়া গেলে, তিনি কি বসত ঘর ত্যাগ করিয়া দহলিজ ঘর নির্ব্বাপিত করার চেষ্টা করিবেন ?

হজরতের জামানায় কোরাণ ও হাদিছ মৌখিক শ্রবণ করিয়া লোকেরা স্মরণ করিয়া লইতেন, ইহা খাঁটি ছুন্নত, কিন্তু দুই তিন শতাব্দীর পরে কোরাণ ও হাদিছ কাগজে লেখা হইল, সেই সময় হইতে সকলেই উক্ত ছুন্নত ত্যাগ করতঃ লিখিত কেতাব পড়িয়া আলেম হইতেছেন। খাঁ ছাহেব কি জন্য চিরতরে এই ছুন্নত ত্যাগ করিলেন ?

হজরতের রীতি, নীতি, চলন চরিত্র এক একটা খাঁটী ছুন্নত, খাঁ ছাহেব সেই ছুন্নতের কোন কোনটা আমল করিয়া থাকেন। ছুন্নতের কথা বাদ দিলাম, খাঁ ছাহেব সমস্ত ফরজগুলির পায়-বন্দী করিয়া থাকেন কি ? তৎপরে খাঁ ছাহেব এমাম তাহাবীর মতটি খণ্ডন কল্পে লিখিয়াছেন—এমাম তাহাবী বলিয়াছেন, ইহা ইছ-লামের প্রথম যুগের ব্যবস্থা ছিল, মুছলমানদিগের সংখ্যাধিক্য ইহা প্রদর্শন করা ও তাহা দ্বারা শত্রু পক্ষকে ভয় দেখান উদ্দেশ্য ছিল। তৎপরে ইহা রহিত হইয়াছে। ইহা একেবারে অযৌক্তিক; কারণ হজরতের শেষ জীবন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে ঈদগাহে উপস্থিত করা হইত এবং তখন ত মুছলমানদিগের সংখ্যা বহু বেশী

হইয়াছিল। ইহা হইল খাঁ ছাহেবের প্রতিবাদের সার মর্ম্ম।

আমাদের উত্তর—

এমাম তাহাবী হজরত নবি (ছাঃ) ও তৎপরবর্ত্তি আরও কিছু কালকে ইছলামের প্রথম যুগ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে খাঁ ছাহেবের হজরত নবি (ছাঃ) এর শেষ বয়স পর্য্যন্ত উক্ত রূপ ব্যবস্থা বলবৎ থাকার প্রমাণ পেশ করিতে সাধ্য সাধনা করা বৃথা।

তৎপরে মুছলমানগণের সংখ্যা হজরতের সময় কিম্বা তৎপরবর্ত্তী কতক সময় একটু বেশী হইলেও নানাস্থানে শত্রুদের সংখ্যা অতিশয় অধিকছিল, ইহা ইতিহাস তত্ত্ববিদগনের অজ্ঞাত নহে। মুছলমানগণ নানাস্থানে নানা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা হেতু মদিনা শরিফে মুছলমানগণের সংখ্যা অতিকম ছিল, ইহা অস্বীকার করিলে সত্যকে পদ-দলিত করা হইবে। খাঁ ছাহেব ইহা বুঝিতে না পারিয়া তদানিন্তন মুছলমানদিগের সংখ্যা তালিকা প্রকাশ করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছেন। ছহিহ বোখারির হাদিসে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীলোকেরা যুদ্ধে যোগদান করিয়া পীড়িত ও আহতদিগের সেবা শুশ্রুষা করিতেন যদি মুছলমানদিগের সংখ্যা খুব বেশী হইত, তবে যে কার্য্য পুরুষেরা করিবেন, তাহার জন্য স্ত্রীলোকেরা কেন নিয়োজিতা হইতেন ?

মুছলমান জাতি ধরা-পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় স্ত্রীলোকদিগের এই কার্য্যে যোগদান করিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল, ইহাতে যেন নব্য শিক্ষিতেরা না বুঝেন যে, ইডেন-গার্ডেনের বায়ু সেবনের বা যে সে কারনে স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে যাওয়া জায়েজ হইবে। অনেক সময় মুসলমানেরা সংখ্যায় অল্প থাকা হেতু যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করার সঙ্কল্প করিতেন, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকে শত্রুর কবলে নিক্ষেপ করতঃ ইহা করিতে সাহসী হইতেন না। অনেক সময়ে স্ত্রীলোকদিগের সাহস দেখিয়া পুরুষ-

দিগের সাহস বহু গুণ বেশী হইয়া যাইত। বর্ত্তমান মুছলমান-দিগের সংখ্যা প্রায় ৬০ কোটী হইয়াছে, সেই সময়ের সহিত এই সময়ের তুলনা হইতে পারে কি ?

একজন এমাম মোজতাহেদ একটি কার্য্যের কোন কারণ নির্দ্দেশ করিলে, উহা অযৌক্তিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা মজহাব বিদ্বেষীদলের লক্ষণ। একটি বিষয়ের বিবিধ প্রকার কারণ থাকিতে পারে। হয়ত হজরত (ছাঃ) তন্মধ্য হইতে যেটী সাধারণ লোকদিগের তৃপ্তিদায়ক, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে কি বুঝা যায় যে, উহার অন্য কোন কারণ নাই। কোরান শরিফে উল্‌কাপিণ্ডের কারণ নির্ণয়ে দৈত্য জাতির বিতাড়ন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এমাম রাজি ও আল্লামা আলুছি বলিয়া-ছেন, দার্শনিক পণ্ডিতেরা উল্কাপাতের অন্য দুইটি কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে ইহা বুঝা যায় না যে, ইহার অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না। কোরাণ উহার তৃতীয় কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। কোরান ইহা বলে না যে, কোরাণ নির্দ্দেশিত কারণ ব্যতীত উল্কপাতের অন্য কোন কারণ নাই।

রসায়ণ তত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা রাসায়ণিক প্রক্রিয়া দ্বারা কয়েকটী বিষয়ের মিশ্রণে প্রথমে ইলেকট্রি (তাড়িত) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা এই দাবি করিতেন যে, তদ্ব্যতীত তাড়িতের অন্য পন্থা নাই, তবে ভ্রম করিতেন। বর্ত্তমানে বহু বস্তুর দ্বারা তাড়িত আবিষ্কার করা হইতেছে।

এমাম তাহাবী বলিয়াছেন, যদি ঈদের নামাজে শরিক হওয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তবে ঋতুবতী (হায়েজা)ও বালক-দিগের উপস্থিতির আদেশ করা হইত না। যদি কেবল দোওয়া ও কল্যাণে শরিক হওয়া একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তবে ওয়াক্তিয়া জমায়াত ও জুমার নামাজে তাহাদের উপস্থিত হওয়ার তাগিদ করা

হইত, যেহেতু ঈদের ন্যায় জুমা ও জামায়াতে দো'য়া করা হইয়া থাকে। তিনি বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকদিগের ঈদে যোগদান করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—মুছলমানদিগের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন করিয়া শত্রুদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করিয়া দেওয়া।

আল্লামা এবনো-হাজার আস্কালানি "ফৎহোল-বারি"র ২।৩১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

لان مشروعية اخراج الصبيان الى المصلى انما هو للتبرك و اظهار شعار الاسلام بكثرة من يحضر منهم و كذلك شرع للحيض كما سيأتى فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة ام لا □

"বালকদিগের ঈদগাহের দিকে বাহিরে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা দুইটি কারনে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে—প্রথম বরকত লাভ করা, দ্বিতীয় উপস্থিত লোকদিগের সংখ্যাধিক্য হেতু ইছলামের বিশিষ্ট চিহ্ন প্রকাশ করা। এই হেতু ঋতুবতিদিগের (উপস্থিতির) আদেশ বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, কাজেই যাহাদের দ্বারা নামাজ অনুষ্ঠিত হউক, আর নাই হউক, সকলের পক্ষে ইহা ব্যাপক হইবে।"

মজহাব বিদ্বেষিদিগের একজন নেতা 'আওনোল-মা'বুদ' এর ১।৪৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

فى السبل الاول قول الشافعى انه اذا كان مسجد البلد واسعا صلوا فيه و لا يخرجون فكلامه يقضي بان العلة فى الخروج طلب الاجتماع و لذا امر صلي الله عليه و سلم باخراج العواتق و ذوات الخدور فاذا ذلك فى المسجد فهو افضل ●

"ছোবোল গ্রন্থে আছে, প্রথমটি শাফেয়ির মত, অর্থাৎ যদি শহরের মছজেদ বিস্তৃত হয়, তবে লোকেরা উহাতে নামাজ পড়িবে

এবং (ঈদগাহের দিকে) বাহির হইবে না। তাঁহার কথাতে বুঝা যায় যে, বাহিরে যাওয়ার উদ্দেশ্য সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির চেষ্টা করা। এই হেতু নবি (ছাঃ) বয়ঃপ্রাপ্তা ও পর্দ্দা-নশিন স্ত্রীলোকদিগের বাহিরে লইয়া যাওয়ার আদেশ দিয়াছিলেন।" ইহাতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এমাম তাহাবীর মত এমাম শাফেয়ি ও এমাম এবনো-হাজার, বরং খাঁ সাহেবের স্বমতাবলম্বী ছোবলোছ-ছালাম লেখক কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। বরং খাঁ ছাহেব ব্যতীত সমস্ত দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরা স্বীকার করিবেন যে, দুই ঈদের বিরাট জামায়াতে মুছলমানদিগের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

খাঁ ছাহেবের উক্তি—

"স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন এবং তদ্বারা শত্রুদিগকে ভয় দেখান, এমাম তাহাবীর কল্পনা মাত্র, হাদিছ ও ইতিহাসে ঘুর্ণাক্ষরেও ইহার প্রমান পাওয়া যায় না, ঐ প্রকার হাস্যকর চেষ্টার কোন আবশ্যকতা ও সার্থকতা তখন ছিল না, তাঁহার কল্পনাটি একেবারে অপ্রমাণিক ও অযৌক্তিক। হজরত নিজে যখন ইহার কারণ বলিয়া দিতেছেন, তখন তাহার বিপরীত একটা নূতন কারন গড়িয়া লওয়ার অধিকার কাহার ও নাই।"

আমাদের উত্তর—

কোর-আন فاعتبروا يا اولي الابصار ছুরা হাশর। لعلمه الذين يستنبطونه منهم ছুরা নেছা ইত্যাদি আয়তে শরিয়তের আহকামের কারণ নির্ণয় করার অধিকার মোজতাহেদ এমামগণের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

কোরান ও হাদিছে স্পষ্টভাবে মাতা ও কন্যার সহিত নেকাহ করা হারাম হইয়াছে, কিন্তু দাদী, নানী, নাৎনি ও পুৎনিয় হারাম হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উক্ত দলীলদ্বয়ে উল্লিখিত হয় নাই। এমাম মোজতাহেদগণ হারাম হওয়ার কারণ নির্ণয় করিয়া দাদি,

নানী, নাৎনী ও পুৎনিয় হারাম হওয়ার ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। খাঁ ছাহেব এমামগণের সেই নির্দ্দেশিত কারণ মান্য করিবেন, না উক্ত স্ত্রীলোকদিগের হালাল হওয়ার ফৎওয়া জারি করিবেন ?

হজরত কেবল স্বর্ণ, রৌপ্য, যব, গম, খোর্ম্মা ও লবণ এই ছয়টি বস্তুর সুদ হারাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু এমামগণ উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ধান্য ইত্যাদির সুদ হারাম বলিয়াছেন খাঁ ছাহেব তাহাদের উক্ত নির্দ্দেশিত কারন মানিবেন, না ধান্য পাটের সুদ হালাল বলিবেন।

কোরান ও হাদিছে যে আদেশ নিষেধ করা হইয়াছে, বিদ্বানগণ উহার ১৬ প্রকার পৃথক পৃথক অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি "কেয়াছের অকাট্য দলীল" নামক পুস্তকের ৪৯—৫৩ পৃষ্ঠায় উহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছি। খাঁ ছাহেব যদি তাঁহাদের নির্দ্দেশিত অর্থগুলি না মানেন, তবে সমস্ত বিষয়গুলি হয় হারাম হইবে, না হয় হালাল হইবে, কিন্তু ইহা একেবারে বাতীল মত।

মেশকাত, ৪১ পৃষ্ঠা—

اتي النبي صلعم سباطة قوم فبال قائما متفق عليه قيل كان ذالك لعذر □

"নবি (ছাঃ) এক সম্প্রদায়ের মলমূত্র স্থলে আগমন করতঃ দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিয়াছিলেন। বোখারি ও মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, ইহা কোন ওজোরে ছিল।"

হজরত নবি (ছাঃ) কি জন্য দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করেন নাই। এমাম মহিউছ-ছুন্নাহ অনুমান করিয়া বলিয়াছেন, হজরত কোন ওজোরের জন্য এইরূপ করিয়াছিলেন। এক্ষণে খাঁ ছাহেব যদি বলেন, হজরত যে হেতুবাদের কথা উল্লেখ

করেন নাই, এইরূপ হেতুবাদ গড়িয়া লওয়ার কোন আবশ্যকতা ও স্বার্থকতা নাই, তবে কি তিনি দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করার ফৎওয়া দিবেন ?

ছহিহ মোছলেমের ২।৪১৪ পৃষ্ঠায় হজরতের একটি হাদিছে কোরান ব্যতীত হাদিছ লিখিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কোন আলেম বলিয়াছেন, ছাহাবাগণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাঁহারা সহজে হাদিছ কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। হাদিছ লিখিলে তাঁহাদের কণ্ঠস্থ করিবার নিয়ম রহিত হইয়া যাইবে। এই হেতু হজরত উহা লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী সময়ে লোকদের স্মৃতিশক্তি হ্রাস হওয়ায় উহা লিপিবদ্ধ করা জায়েজ হইয়াছে।

কোন আলেম বলিয়াছেন, কোরাণ শরিফ সম্পূর্ণ ভাবে একত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল না। হাদিছ শরিফ লিখিলে কোরান শরিফের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা ছিল, এই হেতু উহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে হজরত আবুবকর ছিদ্দিকের খেলাফত কালে সম্পূর্ণ কোরাণ শরিফ একত্রে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এজন্য উক্ত সন্দেহ দূরীভূত হওয়ায় হাদিছ লিপিবদ্ধ করা জায়েজ হইয়াছে।

এক্ষেত্রে খাঁ ছাহেব যদি বলেন, হজরত (ছাঃ) যে হেতু-বাদের কথা পরখ করেন নাই, এইরূপ হেতুবাদ গড়িয়া লওয়া অপ্রামাণিক ও অযৌক্তিক, কেতাব কি মোহাদ্দেছগণের হাদিছ লিখন হারাম হইয়াছে ?

কোরআন শরিফের উল্কাপাতের যে কারণ লিখিত হইয়াছে, যদি খাঁ ছাহেব তদ্ব্যতীত অন্য হেতুবাদের কথা স্বীকার না করেন, তবে দার্শনিক পণ্ডিতগণ খাঁ ছাহেবের দাবিকে হাস্যকর দাবি বলিয়া উড়াইয়া দিবেন কি না ? আমি ইহার পূর্ব্বে এমাম

তাহাবীর মতটি হাদিছ ও ইতিহাসের ইঙ্গিত হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি এবং উহা বড় বড় মোহদ্দেছ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে, কাজেই খাঁ সাহেবের দাবি হাস্যকর, অপ্রামাণিক ও অযৌক্তিক।

খাঁ ছাহেবের উক্তি—

"উম্মে-আতিয়া হজরতের এন্তেকালের বহু দিবস পরে বহু ছাহাবার সাক্ষাতে ফৎওয়া দিতে থাকেন যে, ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া স্ত্রীলোকদিগের জন্য অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য, কোন ছাহাবা তাঁহার এই ফৎওয়ার প্রতিবাদ করেন নাই। মনছুখ হওয়ার তর্ক সম্বন্ধে কথা এই যে, ব্যক্তি বিশেষের মৌখিক দাবী মাত্রের দ্বারা আল্লাহ বা তাঁহার রাছুলের কোন আদেশ মনছুখ হইতে পারে না। কেহ এইরূপ দাবী করিলে, হজরতের কোন আদেশ হইতে উহার প্রমাণ পেশ করিতে হইবে।

আমাদের উত্তর—

খাঁ ছাহেব উম্মে-আতিয়া নাম্নী একজন ছাহাবিয়া স্ত্রীলোকের ফৎওয়ার মনছুখ করিয়াছেন। খাঁ ছাহেব নিজে ইছলাম ও সঙ্গীত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে কোন ছাহাবার কথা ও মত শরিয়তের দলীল নহে, বা মান্য করা কাহারও পক্ষে জরুরি নহে। তাঁহাদের নেতা নবাব ছিদ্দিক ও কাজি শওকানি ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই উম্মে-আতিয়া ছাহাবিয়ার কথা লইয়া দলীল পেশ করা খাঁ ছাহেবের স্বীকৃত নিতির বিপরীত।

দ্বিতীয়—উম্মে-আতিয়া এই কথা বলিয়াছেন, হজরত স্ত্রীলোকদিগকে ঈদে যোগদান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহাতে যেরূপ ওয়াজেব হওয়া প্রমানিত হইতে পারে, সেইরূপ ছুন্নত হওয়া প্রমানিত হইতে পারে, তিনি ত স্পষ্ট ওয়াজেব হওয়ার কথা বলেন নাই।

তৃতীয়—তিনি কি মোজতাহেদ ছিলেন যে, তাঁহার ফৎওয়া

মান্য (তকলীদ) করা লোকের পক্ষে ওয়াজেব হইবে ? মোজতাহেদ হইলেও তাঁহার তকলিদ করা খাঁ সাহেবের দলের পক্ষে শেরেক বেদয়াত হইবে না ত ? বড় বড় ছাহেবা উহার ফৎওয়া দিলেন না আর তিনি ফৎওয়া দিলেন, এই ফৎওয়া মান্য সমস্ত মোজতাহেদ এমামগণের পক্ষে ফরজ ওয়াজেব নহে।

খাঁ ছাহেবের এই দাবি যে, তিনি ছাহাবাগণের সম্মুখে ও জ্ঞাতসারে ফৎওয়া দিতেন যে, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া ওয়াজেব, ইহাও বাতীল দাবী, তিনি একজন পর্দ্দা-নশিন স্ত্রীলোক, কিরূপে তিনি ছাহাবাগনের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন ?

কোন হাদিছের কেতাবে নাই যে, তিনি সাহাবাদিগের সর্ম্মুখে এইরূপ ফৎওয়া দিয়াছিলেন।

ছহিহ বোখারীর ১।৪৪, ১৩৩।১৩৪ পৃষ্ঠায়, ছহিহ মোছলেমের ১।২৯০।২৯১ পৃষ্ঠায়, আবুদাউদের ১।১৬২ পৃষ্ঠায় ও ১।১৬২ পৃষ্ঠায়, তেরমেজির ১।৭০ পৃষ্ঠায়, নাছায়ির ১।২৩১।২৩২ পৃষ্ঠায় ও এবনো-মাজার ৯৩।৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, উম্মে-আতিয়া উক্ত হাদিছ মোহাম্মদ-বেনে ছিরিন ও তাঁহার ভগ্নি হাফছা বেনে ছিরিনকে শুনাইয়া ছিলেন। আর আবুদাউদের উক্ত পৃষ্ঠায় আছে যে নিজের পৌত্র এছমাইলকে উহা শুনাইয়াছিলেন, আর মোহাম্মদ-বেনে ছিরিন, হাফছাবেনে ছিরিন ও এছমাইল এই তিন জন তাবেয়ি ছিলেন, তাঁহাদের কেহই ছাহাবা ছিলেন না। কাজেই উম্মে-আতিয়ার উহা কোন ছাহাবার নিকট প্রকাশ করার প্রমাণ উক্ত গ্রন্থগুলিতে নাই, যিনি বলেন যে, উম্মে-আতিয়া এই ফৎওয়া ছাহাবাগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার মৌখিক জমা খরচ। ইহার মূলে কোন সত্যতা নাই।

তৎপরে খাঁ ছাহেবের দাবি এই যে, কোন ছাহাবার পক্ষ

হইতে উম্মে-আতিয়ার ফৎওয়ার প্রতিবাদ করা হয় নাই, ইহাও বাতীল দাবী।

আল্লামা-আয়নি 'ছহিহ বোখারি'র টীকার ৩।৩৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

قلت هذه عايشة رضي الله عنها صح عنها انها قالت لو راى رسول الله صلعم ما احدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بنى اسرائيل فاذا كان الامر فى خروجهن الى المساجد هكذا فبا لا حرى ان يكون ذلك فى خروجهن الى المصلي فيكف يقول هذا القائل لم يثبت عن احد من الصحابة مخالفتها و اين ام عطية من عايشة ☐

"আমি বলি, এই আয়েশা (রাঃ) হইতে ছহিহ সপ্রমাণ হইয়াছে যে, নিশ্চয় তিনি বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা যে ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন, যদি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) উহা দর্শন করিতেন, তবে সত্যই তিনি তাহাদিগকে মছজিদগুলিতে গমন করিতে নিষেধ করিতেন, যেরূপ ইছরাইল-বংশধরগনের স্ত্রীলোকেরা নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। যখন তাহাদের মছজেদগুলির দিকে বাহির হওয়া এইরূপ হইল, তখন তাহাদের ঈদগাহের দিকে বাহির হওয়া সমধিক নিষিদ্ধ হইবে। এক্ষেত্রে এই ব্যক্তি কিরূপে বলে যে, কোন ছাহাবা হইতে উহার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রমাণিত হয় নাই। আর আয়েশার সহিত উম্মে-আতিয়ার তুলনা হইতে পারে কি ?"

তাজকেরাতোল-হোফফাজ, ১।২৩।২৪ পৃষ্ঠা—

عايشة من اكبر فقهاء الصحابة من فقهاء اصحاب رسول الله صلعم يرجعون اليه ابو بردة عن ابيه قال ما اشكل علينا اصحاب محمد حديث قط فسالنا عايشة الا وجدنا عندها منه علما - هشام عن ابيه ما رايت

احدا من الناس اعلم بالقرآن و لا بفريضة و لا بحلال و حرام من عايشة ✪

"আয়েশা শ্রেষ্ঠ মোজতাহেদ ছাহাবাগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর মোজতাহেদ ছাহাবাগণ তাঁহার শরণাপন্ন হইতেন। আবুবোরদা তাঁহার পিতা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, (হজরত) মোহাম্মদ (ছাঃ) এর ছাহাবাগণের পক্ষে যক্ষনই কোন হাদিছ জটিল হইয়া পড়িত, তৎপরে আমরা আয়েশার নিকট (তৎসম্বন্ধে) জিজ্ঞাসা করিতাম, ইহাতে আমরা তাঁহার নিকট উহার তত্ত্ব-জ্ঞান প্রাপ্ত হইতাম।

হেশাম তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, আমি লোকদিগের মধ্যে আয়েশা অপেক্ষা কোরআন, উহার ফরজ, হালাল ও হারামের সমধিক তত্ত্ববিদ কাহাকেও দর্শন করি নাই।"

হজরত আয়েশা (রাঃ) এই নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলে, কোন ছাহাবা ইহার প্রতিবাদ করেন নাই।

ছহিহ বোখারী, ১।১৩৪ পৃষ্ঠা;—

عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جواريئا ان يخرجن الي العيد ★

"হাফছা-বেন্তে-ছিরিন বলিয়াছেন, আমরা আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে ঈদের দিকে বাহির হইতে নিষেধ করিতাম।"

হইাতে বুঝা যায় যে, তাবেয়িগণ উহা নিষেধ করিতেন।

আরও হজরত ওরওয়া ও কাছেমের নিষেধাজ্ঞার কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

তৎপরে খাঁ ছাহেবের এই দাবি—কোন ব্যক্তি বিশেশের মৌখিক দাবি মাত্রের দ্বারা আল্লাহ বা তাঁহার রাছুলের কোন আদ্দেশ রহিত বা মনছুখ হইতে পারে না। কেহ এইরূপ দাবি

করিলে, হজরতের কোন আদেশ হইতে উহার প্রমাণ পেশ করিতে হইবে।

আমাদের উত্তর—

মোল্লা আলি কারী 'মেরকাতে'র ১২৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—
و جهه الطحاوي بان ذلك كان اول الاسلام و المسلمون قليل فاريد التكثير بهن ترهيبا للعدو و مراده ان المسبب يزول بزوال السبب و لذا اخرجت المؤلفة قلوبهم من مصرف الزكاة و ليس مراده ان هذا صار منسوخا فلا يتوجه عليه قول ابن حجر و هو توجيه ضعيف

"(এমাম) তাহাবী ইহার এইরূপ কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, উহা প্রথম যুগের ব্যবস্থা ছিল, সেই সময় মুছলমানদিগের সংখ্যা অল্পই ছিল, ইহাদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা শত্রুদলকে ভীতি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্য যে, হেতুবাদমূলক কার্য্যে হেতুবাদটি অপসারিত হইলে, মূল কার্য্যটি রহিত হইয়া যায়। তাঁহার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, উক্ত কার্য্যটি মনছুখ হইয়াছে। কাজেই এবনে-হাজার উহার অর্থ মনছুখ হওয়া ধারণায় যে 'দুর্ব্বল তওজিহ' বলিয়া প্রতিবাদ উত্থাপিত হইতেই পারে না। এই হেতু المؤلفة قلوبهم সম্প্রদায়কে জাকাত গ্রহণের যোগ্যতা হইতে খারিজ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

পাঠক, কোরআন শরিফের ছুরা তওবাতে জাকাত গ্রহণের যোগ্য কাহারা হইবেন, তাহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে المؤلفة قلوبهم একদল, ইহারা ইছলামের প্রথম যুগে ছিল। কেহ কেহ বলেন, তাহারা কাফের ছিল, নবি (ছাঃ) তাহাদের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতেন, যেন তাহারা মুছলমান হইয়া যায়। তাহারা বল প্রয়োগ তরবারী দ্বারা ইছলামে দিক্ষিত হইত না। বরং দান খয়রাত দ্বারা ইছলামে দীক্ষিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহারা প্রকাশ্য ভাবে ইছলাম স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ইছলামে দৃঢ়তা জন্মিয়া ছিল না। নবি (ছাঃ) দান খয়রাত করিয়া তাহাদের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

খোয়ায়তেব বেনে আবদুল ওজ্জা, সাহল বেনে আমর, হারেস বেনে হেশাম ও আবু ছুফইয়ান এই দল ভুক্ত ছিলেন। হজরত নবি (ছাঃ) ইহাদিগকে একশত উষ্ট্র দান করিয়াছিলেন।

ইসলাম প্রবল হইলে, হজরত ওমার (রাঃ) এইরূপ লোক-দিগের দান রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। যে কারণে এইরূপ সম্প্রদায়কে জাকাত দান করা হইত, সেই কারন রহিত হইয়া যাওয়ায় হজরত ওমার (রাঃ) তাহাদের জাকাতের অংশ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহার দ্বিতীয় নজির আছে—

কোরআন ও হাদিসে জেহাদ করার ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু এবনো-মাজার ৩০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ইসা (আঃ) এর জামানায় যুদ্ধ রহিত হইয়া যাইবে।

এস্থলে প্রশ্ন এই হয় যে, হজরত ইসা (আঃ) শরিয়তে ইসলামের আহকাম মনছুখ করিয়া দিবেন কি? ইহার সদুত্তর এই যে, তিনি উহা মনছুখ করিবেন না, বরং যে কারনে জেহাদ বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, উক্ত কারণ রহিত হইয়া যাইবে, কাজেই জেহাদ রহিত হইয়া যাইবে।

এমাম তাহাবী বলিয়াছেন স্ত্রীলোকদিগের ঈদগাহে যোগদান করা যে কারণে বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, উহা তিরোহিত হওয়ায় ঈদ-গাহে যোগদান করার ব্যবস্থা রহিত হইয়া গিয়াছে। তিনি উহা মনছুখ হওয়ার দাবি করেন নাই, যদি তিনি এইরূপ দাবি করিতেন, তবে তাঁহার রচিত "মায়ানিয়ো-আছার" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত।

ইহাতে বুঝা গেল যে, খাঁ সাহেবের মনছুখ হওয়ার মতবাদ রদ করার জন্য যে কালী কলম ব্যয় করিয়াছেন, উহা বৃথা হইয়াছে।

— সমাপ্ত —

ঈদ ও নারী

[পরিশিষ্ট]

খাঁ ছাহেবের উক্তি—

"সকল বয়সের ও সকল শ্রেণীর নারীদিগকে ঈদের জাতীয় উৎসব-সম্মেলনে উপস্থিত করা যে এছলামের নির্দ্দেশ ও আদর্শ অনুসারে প্রত্যেক মুছলমানের অবশ্য কর্ত্তব্য, এই সমস্ত যুক্তি প্রমান হইতে তাহা স্পষ্টতর প্রতিপাদিত হইতেছে।"

উত্তর।

নারীদিগের ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া যে অবশ্য কর্ত্তব্য নহে ও বর্ত্তমানে মোস্তাহারও নহে, তাহা আমি সপ্রমান করিয়াছি।

খাঁ ছাহেবের উক্তি—

পূর্ব্ব-কথিত প্রবন্ধ দুইটিতে হজরত মোস্তফার প্রতিষ্ঠিত এই এছলামের কথা আমি বলিয়াছিলাম, মৌলবিদিগের প্রতিষ্ঠিত নব-বিধান-ধর্ম্মের কথা বলি নাই, সেজন্য কোন দায়িত্ব আমার নাই।

উত্তর।

হজরত (ছাঃ) যেরূপ কোরআন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, উহাতে জের, জবর-আদি রুকু, অকফ ইত্যাদি চিহ্ন ছিল না, বর্ত্তমানে যেরূপ উহা অলঙ্কৃত হইয়া আছে, ইহা মৌলবিদের প্রতিষ্ঠিত নব-বিধান, ইহা খাঁ ছাহেবের কোরআন নহে। হজরত (ছাঃ) এর

আমলে যেরূপ হাদিছ ছিল, দুই আড়াই শত বৎসর পরে কাল্পনিক শর্ত্তের উপর নির্ভর করিয়া মোহাদ্দেছগণ যেরূপ হাদিছের ভাগ-বণ্টন করিয়াছেন, হজরতের আমলের হাদিছ সেইরূপ ছিল না, হজরতের হাদিছ সবই ছহিহ হইবে, মোহাদ্দেছগণ কতককে ছহিহ, কতককে হাছান ও কতককে জইফ বলিয়াছেন, হজরতের হাদিছ কি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে ? এই সমস্ত মৌলবী মোল্লা-দের নব-বিধান, খাঁ সাহেব তৎসমস্তের একটীও হাদিছ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিবেন না।

আল্লাহতায়ালার কোরআন ও হজরতের হাদিছে মাতা কন্যা হারাম হইয়াছে, আলেমদের এজমাতে অর্থাৎ মৌলবীদের নব-বিধানে দাদী, নানী, নাৎনি হারাম হইয়াছে। খাঁ সাহেব কি মৌলবীদের নব-বিধান মান্য করিতে পারেন, কখনই না।

খাঁ সাহেবের পরম গুরু কাজি শওকানি তফছিরে ফৎহোল কদীরের ১।১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

ولحم الخنزير ظاهر هذه الآية والآية الاخرى ان المحرم هو اللحم فقط وقد اجمعت الامة على تحريم شحمه □

এই আয়ত ও অন্য আয়তের স্পষ্ট অর্থে বুঝা যায় যে, কেবল শুকরের মাংস হারাম হইয়াছে। উহার চর্ব্বি হারাম হওয়ার প্রতি উম্মতেরা এজমা করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, শূকরের চর্ব্বি হারাম হওয়া মৌলবীদিগের প্রতিষ্ঠিত নববিধান, উহা খাঁ ছাহেবের ধর্ম্ম নহে, তাঁহার ধর্ম্মে উহা হালাল হইবে কি ? খাঁ সাহেব যেরূপ ফৎওয়া জারি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাতে কোরআন ও হাদিছের এছলাম চিরতরে বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা।

খাঁ ছাহেবের উক্তি—

এখানে আর একটী বিষয় ভাল করিয়া জানিয়া রাখা

দরকার। জুম্মা ও সাধারণ অক্তিয়া নামাজে স্ত্রীলোকদিগের উপস্থিত সম্বন্ধে যে সব মত হাদিছে আছে, তাহা অনুমতিমূলক। হজরত বলিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোক যদি মছজিদে আসিয়া ফরজ নামাজ সম্পন্ন করিতে চায়, তবে তোমরা নিষেধ করিও না। বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের নামাজ পড়াই শ্রেয়।

আমাদের উত্তর—

উহা অনুমতিসূচক ব্যবস্থা হইলেও যখন হজরত বলিয়াছেন, যদি কোন স্ত্রীলোক মছজেদে আসিয়া নামাজ (জোমা ও জামায়াত) পড়িতে কাহারও নিকট অনুমতি চাহে, তবে যেন সে নিষেধ না করে।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, স্ত্রী অনুমতি চাহিলে, তাহাকে মছজেদে যাইতে দেওয়া হজরতের আদেশ।

হজরত বলিয়াছেন, নামাজ পড়, ইহাও আদেশ, তিনি বলিয়াছেন, চুরি করিওনা, ইহাও নিষেধব্যঞ্জক আদেশ।

স্ত্রীলোকদের ঈদে যোগদান করা ও মছজেদে যাইতে নিষেধ না করা একই প্রকার হুকুম।

মেশকাত, ৭৫ পৃষ্ঠা;—

كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على اليسرى ✪

"লোকেরা (ছাহাবাগণ) আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, পুরুষ লোক ডাহিন হস্তকে বাম হস্তের উপর রাখিবেন।"

বোখারীর অন্য রেওয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, হজরত (ছাঃ) নামাজে ডাহিন হস্তকে বাম হস্তের উপর বাঁধিতে আদেশ করিয়াছিলেন। আদেশ করিলেই যদি কোন বিষয় ওয়াজেব হইয়া যায় তবে কি নামাজে হাত বাঁধা ওয়াজেব হইবে?

খাঁ সাহেব যখন ঈদের সম্মেলনে স্ত্রীলোকদের যোগদানের জন্য এত জেদ করিতেছেন, তখন জুমা ও জামায়াতে তাহাদের

যোগদান করার জন্য জেদ করিতে বাধ্য।

মেশকাত, ৯৭ পৃষ্ঠা—

ان النبی صلعم قال لا یمنعن رجل اهله ان یاتوا المساجد فقال ابن لعبد الله بن عمر فانا نمنعهن فقال عبد الله احدثك عن رسول الله صلعم و تقول هذا قال فما كلمه عبد الله حتى مات رواه احمد •

„নিশ্চয় নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, কেহ যেন নিজের পরিজনকে মছজেদ সমূহে গমন করিতে নিষেধ না করে। ইহাতে আবদুল্লাহ বেনে ওমারের এক পুত্র (বেলাল) বলিলেন, আমরা নিশ্চয় নিষেধ করিব। ইহাতে আবদুল্লাহ বেনে ওমার বলিলেন, আমি তোমাকে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে হাদিছ বর্ণনা করিতেছি, আর তুমি এইরূপ বলিতেছ? (হজরত) আবদুল্লাহ তাহার সহিত মৃত্যু পর্য্যন্ত কথা বলেন নাই। আহমদ হহা রেওয়াএত করিয়াছেন।

ইহাতে কি স্ত্রীলোকদিগের মছজেদে যাওয়ার তাকিদ বুঝা যায় না?

খাঁ ছাহেবের উক্তি—

“ঈদের সম্মেলন ও ফরজ নামাজের জামায়াত দুইটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির অনুষ্ঠান, এই জন্য ঐ দুইটি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে দুইটি পৃথক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঈদ সম্মেলনের প্রাণবস্তু হইতেছে আনন্দ উৎসব। স্বয়ং হজরত রছুলে করিম ইহাকে জাতীয় উৎসব বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। জাতীয় অর্দ্ধ অঙ্গকে বাদ দিয়া জাতীয় উৎসব সম্পন্ন করা যাইতে পারে না।”

আমাদের উত্তর—

খাঁ সাহেবের স্মৃতিশক্তির অভাব ঘটিয়াছে, এই হেতু তিনি এক পৃষ্ঠায় যাহা লেখেন, অন্য পৃষ্ঠায় তাহা বাদ দিয়া অন্য কথা

লেখেন। তিনি ইহার পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, ঈদে যোগদান করার উদ্দেশ্য মঙ্গলের অংশ গ্রহণ ও মুছলমানদিগের দোয়াতে শরিক হওয়া। এস্থলে তাঁহার ভ্রান্তি লোক সমাজে ধরা পড়িবে বলিয়া উহা বেমালুম হজম করিয়া যাইতেছিলেন। এক্ষণে আমাদের প্রশ্ন এই যে, ওয়াক্তিয়া জামায়াত ও জুমাতে কল্যাণের অংশ গ্রহণ করা ও মুছলমানগণের দোয়াতে শরিক হওয়া কি সম্ভব হয় না? ওয়াক্তিয়া জামায়াতে শরিক হইলে, এক রাকায়াতে পচিশ, পাঁচ শত, পঞ্চাশ সহস্র ও লক্ষ রাকায়াত পর্য্যন্ত ছওয়াব হয়। মেশকাত ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। জুমার নামাজ পড়িতে গেলে, প্রত্যেক কদমে এক বৎসরের নফল নামাজ ও রোজার ছওয়াব হয়, জুমাতে উপস্থিত হইলে, ১০ দিবসের গোনাহ মাফ হয়। এত বড় কল্যাণ কি ঈদের নামাজে সম্ভব হয়? ওয়াক্তিয়া নামাজ ও জুমা ফরজ, ঈদের নামাজ হানাফীদের মতে ওয়াজেব, খাঁ ছাহেবের স্বমতাবলম্বিগণের মতে ছুন্নত, ছুন্নত আদায় করিলে, কি ফরজ অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণ লাভ হইতে পারে?

ওয়াক্তিয়া জামায়াত ও জুমায়াতে মুছলমানেরা দোওয়া করিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকেরা এই দোয়াতে শরিক হইতে পারেন। কাজেই খাঁ ছাহেব যে কারণে ঈদে যোগদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন সেই কারণের জন্য স্ত্রীলোকদের জুমা ও জামায়াতে শরিক হওয়া কেন অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে না। যদি খাঁ ছাহেবের দাবি অনুসারে উৎসবের দিবস বলিয়া ঈদের পৃথক ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে, তবে বলি, জুমার দিবস ও মুছলমানদিগের উৎসবের দিবস, যে দিবস য়িহুদী ও খৃষ্টানেরা লাভ করিতে পারে নাই, কেবল মুছলমানগণ ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছেন, উহা কি কম উৎসবের দিবস?

মেশকাত, ১২১ পৃষ্ঠা;—

عن ابن عباس انه قرا اليوم اكملت لكم دينكم الآية و عنده يهودى فقال لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا ها عيداً فقال ابن عباس فانها نزلت فى يوم عيدين فى يوم جمعة و يوم عرفة رواه الترمذى *

"অদ্য তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করিলাম।" এবনো-আব্বাছ এই আয়ত পড়িলেন, তাঁহার নিকট একজন য়িহুদী ছিল। ইহাতে সেই য়িহুদী বলিল, যদি আয়ত আমাদের উপর নাজেল হইত, তবে আমরা উহাকে ঈদ (উৎসব) স্থির করিতাম। ইহাতে এবনে-আব্বাছ বলিলেন, নিশ্চয় উক্ত আয়ত দুই ঈদের দিবসে নাজেল হইয়াছিল—প্রথম জুমার দিবস,—দ্বিতীয় আরফার দিবস। তেরমেজি হইা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

ইহাতে স্পষ্ট প্রমানিত হইল যে, জুমা ও উৎসবের দিবস।

মেশকাত, ১২০ পৃষ্ঠা—

قال النبى صلعم ان يوم الجمعة سيد الايام و اعظمها عند الله و هو اعظم عند الله من يوم الاضحى و يوم الفطر فيه خمس خلال خلق الله فيه آدم و اهبط الله فيه آدم الى الارض و فيه توفي الله آدم و فيه ساعة لا يسال العبد فيها شيا الا اعطاه ما لم يسال حراما و فيه تقوم و فيه تقوم الساعة رواه ابن ماجه ★

"নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় জুমার দিবস আল্লাহর নিকট দিবসগুলির মধ্যে অগ্রগন্য ও শ্রেষ্ঠতম, উহা আল্লাহর নিকট বকরাঈদ ও ঈদোল-ফেৎর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, উহাতে পাঁচটী বিশেষত্ব আছে—আল্লাহ ঐ দিবসে আদমকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ দিবসে আদমকে জমিনে নামাইয়া দিয়াছিলেন, আল্লাহ ঐ দিবসে আদমকে মারিয়া ফেলিয়া ছিলেন। ঐ দিবসে এরূপ একটি সময় আছে, যে কোন বান্দা উহাতে কোন বিষয় প্রার্থনা

(ছওয়াল) করে, আল্লাহ তাহাকে তাহাই প্রদান করেন—যতক্ষণ না হারামের ছওয়াল করে।" উপরোক্ত হাদিছে বুঝা যায় যে, জুমা মুছলমানদিগের সর্ব্ব প্রধান জাতীয় উৎসব। জাতীয় উৎসব বলিয়া যদি স্ত্রীলোকদিগকে ঈদে যোগদান করা জরুরি হয়, তবে সর্ব্বপ্রধান উৎসব জুমাতে তাহাদের যোগদান করা কেন ওয়াজেব হইবে না?

খাঁ ছাহেবের উক্তি—

"বর্ত্তমান যুগে লোকের নৈতিক জীবন অধঃপতিত হইয়া গিয়াছে, এই জন্য আজকাল স্ত্রীলোকদিগকে ঈদগাহে লইয়া যাওয়া বৈধ হইবে না—আলেম সমাজের অনেকেই এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এখানে ওছুলের হিসাবে জিজ্ঞাস্য এই যে, জাতীয় পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এছলামের ব্যবস্থাগুলির পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া যে বৈধ ও শ্রেয় এই অভিমতটাকে নীতির হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন কি না।"

আমাদের উত্তর—

কতক স্থলে জামানার অবস্থার পরিবর্ত্তন হেতু ব্যবহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

নবী (ছাঃ) এর জামানায় হাদিছের এছনাদ জানা আবশ্যক ছিল না, কিন্তু পরবর্ত্তী জামানায় মিথ্যাবাদীদের আবির্ভাব হওয়ায় উহা জানা আবশ্যক হইয়াছিল।

ছহিহ মোছলেম, ১।১১ পৃষ্ঠা—

عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسالون عن الاسناد
فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم ★

"এবনে-ছিরিন বলিয়াছেন, প্রাচীনেরা 'এছনাদ' জিজ্ঞাসা করিতেন না। তৎপরে ফাছাদের সৃষ্টি হইলে তাহারা বলিলেন,

তোমরা আমাদের নিকট রাবিদের নাম উল্লেখ কর।"

আরও ১২ পৃষ্ঠা—

يقول الاسناد من الدين و لولا الاسناد يقال من شاء ما شاء ✪

"আবদুল্লাহ-বেনেল মোবারক বলিয়াছেন, এছনাদ দীনের অন্তর্গত, যদি এছনাদ না হইত, তবে যাহার যাহা ইচ্ছা হইত, সে তাহাই বলিত।

এমাম বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ ছহিহ হাদিছ নির্ব্বাচন করিতে যে সমস্ত কাল্পনিক শর্ত্ত আবিস্কার করতঃ হাদিছের সত্যাসত্য স্থির করিয়াছেন, তাহা একেবারে অভিনব মত। যদি তাহারা কালের পরিবর্ত্তন হেতু ব্যবস্থায় পরিবর্ত্তন না করিতেন, তবে হাদিছের সত্যাসত্য স্থির করা অসম্ভব হইত। যদি খাঁ ছাহেব তাঁহাদের এইরূপ অভিনব মতগুলির প্রমান কোরআন হাদিছ ও ছাহাবাগণের কথা হইতে প্রমাণ করাইয়া দিতে পারেন, তবে ৫০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন। শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব 'এনছাফ' কেতাবে লিখিয়াছেন, প্রাচীন আরবদিগের জন্য নহো-ছরফ আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা করা ওয়াজেব ছিল না, কিন্তু ইছলাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারিত হইলে, উহা শিক্ষা করা ওয়াজেব হইয়াছে। এইরূপ এছলামে ইহার শত শত নজির আছে।

খাঁ সাহেবের উক্তি—

"দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের সিদ্ধান্ত প্রকাশের অধিকারী বর্ত্তমান সময়ে কে বা কাহারা?

আমাদের উত্তর—

আমি ইতিপূর্ব্বে সপ্রমান করিয়াছি, কোরআন, হাদিছ ও এজমায়-মোসলেমিন গুরুগম্ভীর স্বরে বলিতেছেন যে, ইহার অধিকারি ছাহাবা, তাবেয়ি, তাবা-তাবেয়িগণ, এমাম মোজতাহেদগণ,

এছলামের ব্যবস্থা স্থির ও পরিবর্ত্তন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য। যাহারা এজতেহাদের ক্ষমতা রহিত, তাহাদের এইরূপ কার্য্যের চেষ্টা করা হারাম ও অভিসম্পাতের কার্য্য।

খাঁ ছাহেবের ন্যায় বর্ত্তমান যুগের এমামত-বিহীন লোকের এইরূপ কার্য্যের চেষ্টা করা নাজায়েজ ও হারাম। দুনইয়ার মুছলমানগণ কি নেচারি, অর্দ্ধনাস্তিক ও বেদায়াতি সম্প্রদায়ের মত গ্রহন করতঃ কি জাহান্নামকে বরন করিয়া লইবেন? কখনও না, কখনও না।

খাঁ ছাহেবের উক্তি—

সংস্কারের তা'কিদে নিজেদের দরকার মত রছুলের স্পষ্ট আদেশকে পর্য্যন্ত যাহারা রহিত করিয়া দিবেন, অথচ সহস্র মোছলেম জাতির জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে যে সব প্রশ্নের উপর সে সম্বন্ধে কোরআন হাদিছ তো খুব বড় কথা— পূর্ব্ববর্ত্তী কোন আলেম বা এামামে ফৎওয়ার বিন্দু-বিসর্গের পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়ার অনুমতি দিতেও তাঁহারা সম্মত হইবেন না, এ সেচ্ছাচারের সমর্থন কোন মতেই চলে না।"

আমাদের উত্তর—

মেশকাত, ৫৫৪ পৃষ্ঠা—

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা আমার ছাহাবাগণের সম্মান কর, কেননা সত্যই তাঁহারা তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, তৎপরে তাহাদের নিকটবর্ত্তিগণ (তাবেয়িগণ), তৎপরে তাহাদের নিকট-বর্ত্তিগণ (তাবা-তাবেয়িগণ), তৎপরে মিথ্যা প্রকাশ হইবে। নাছায়ি ইহা ছহিহ ছনদের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।"

ছাহাবা, তাবেয়ি ও তাবা-তাবেয়ি এমাম মোজতাহেদগণ সত্যপরায়ণ ছিলেন, ইহা হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী, উক্ত যুগের চারি এমাম কি নিজেদের দরকার মত হজরতের হাদিছ রদ্ করিতে

পারেন ? অবশ্য খাঁ ছাহেবের ন্যায় মিথ্যা যুগের আলেমগণ হজরতের ছহিহ ছহিহ হাদিছরদ করিয়া হজরতের মে'রাজ ও ছিনাচাক ইত্যাদি উড়াইয়া দিতে পারেন। যদি এমাম মোজতাহেদগণ হজরতের স্পষ্ট আদেশ রদ করিয়া দিয়া থাকেন, তাহাও শরিয়-তের হুকুম বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

ছহিহ মোছলেম, ২।৪১৪ পৃষ্ঠা—

قال لا تكتبوا عني و من كتب عني غير القرآن فليمحه

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা আমা হইতে লিখিওনা, যে ব্যক্তি আমার নিকট হইতে কোরআন ব্যতীত (হাদিছ) লিখিয়াছে, সে যেন উহা মুছিয়া ফেলে।" এই হাদিছে হাদিছ লিখন নিষিদ্ধ হইয়াছে, দুনইয়ার আলেমগণ এই হাদিছের স্পষ্ট আদেশ ত্যাগ করিয়া কি দোষী হইয়াছেন ?

ইহাতে বুঝা যায় যে, এমাম মজতাহেদগণ যাহা ব্যবস্থা করেন, তাহা দোষনীয় নহে।

শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব একদোল-জিদ কেতাবের ৩১—৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"তুমি জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় এই চারি মজহাব অবলম্বন করাতে মহা কল্যাণ আছে এবং উহার সমস্তই ত্যাগ করাতে মহা অনিষ্ট আছে। আমি কয়েকটি প্রমানসহ উহা বর্ণনা করিতেছি।

প্রথম এই যে, উম্মত এজমা করিয়াছেন যে, তাহারা শরিয়ত অবগত হইতে প্রাচীন বিদ্বানগনের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাবেয়িগণ সাহাবাগণের প্রতি তাবা-তাবেয়িগণের প্রতি, এইরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর বিদ্বানগণ তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

যখন প্রাচীন বিদ্বানগণের মত সমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন

স্থাপিত-২০১২ ঈসায়ী

করা অনিবার্য্য হইল, তখন তাঁহাদের যে মতগুলির প্রতি আস্থা স্থাপন করা হইবে, তৎসমুদয়ের ছহিহ ছনদে উল্লিখিত হওয়া কিম্বা প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ হওয়া এবং স্থির সিদ্ধান্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

এই চারি মজহাব ব্যতীত এই শেষ যুগে অন্য কোন মজহাব উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন নহে।

দ্বিতীয় রাছুলে-খোদা (ছাঃ) বলিয়াছেন, "তোমরা বড় জামায়াতের পয়রবি কর।" যখন এই চারি মজহাব ব্যতীত সত্য মজহাব সমুহ বিলুপ্ত হইয়াছে, তখন এই চারি মজহাবের পয়রবি করিলে, বড় জামায়াতের পয়রবি করা হইবে।

— সমাপ্ত —

ঈদ ও নারী

[পরিশিষ্ট (ক)]

খাঁ ছাহেবের উক্তি—

"সংস্কারের তাকিদে নিজেদের দরকার মত রছুলের স্পষ্ট আদেশকে পর্য্যন্ত তাঁহারা রহিত করিয়া দিবেন, অথচ সমগ্র মোছলেম জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে যে সব প্রশ্নের উপর সে সম্বন্ধে কোরআন হাদিছ তো খুব বড়কথা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন আলেম বা এমামের ফৎওয়ার বিন্দুবিসর্গের পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়ার অনুমতি দিতেও তাঁহারা সম্মত হইবেন না, এই স্বেচ্ছাচারের সমর্থন কোন মতেই করা চলে না।"

উত্তর—খাঁ ছাহেব এস্থলে অর্থহীন (মোহমাল) কথা লিখিয়া হাস্যস্পদ হইয়াছেন, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, উহার এইরূপ অর্থ হয়, তাঁহারা সংস্কারের তাকিদে রছুলের স্পষ্ট আদেশকে রহিত

করিয়া দেন, কিন্তু কোরান ও হাদিছকে পরিবর্তন করেন না, এমন কি কোন আলেম ও এমামের ফৎওয়ার পরিবর্তন করিয়া লন না। একবার তিনি বলেন, তাঁহারা রাছুলের স্পষ্ট আদেশকে (হাদিছকে) রহিত করিয়া দেন, আবার বলেন, তাহারা কোরান ও হাদিছকে পরিবর্তন করিতে চাহেন না, ইহা অর্থশূন্য কথা হইল না ত কি ?

এজতেহাদ শক্তি রহিত আলেমগণের যেরূপ কোরান ও হাদিছের আদেশকে রহিত করার ক্ষমতা নাই, সেইরূপ তাঁহাদের মোজতাহেদ এমামের ফৎওয়ার পরিবর্তন করার শক্তি নাই।

তফছিরে-বয়জবি, ১।২০৯।২১০ পৃষ্ঠা—

و اتباع الغير فى الدين اذا علم بدليل ما انه بحق كالانبياء و المجتهدين فى الاحكام فهو فى الحقيقة ليس بتقليد بل اتباع لما انزل الله تعالى *

"উপরোক্ত এবারতে বুঝা যায় যে, এমাম মোজতাহেদগণের তাবেদারি করিলে, আল্লাহতায়ালার কোরানের তাবেদারি করা হইবে।"

যেহেতু এমাম মোজতাহেদগণের তাবেদারি করা ও কোরান ও হাদিছের তাবেদারি করা একই সমান, এই হেতু বর্তমান জামানার আলেমগণ কোন এমাম মোজতহেদের ফৎওয়ার পরিবর্তনে করিতে অক্ষম। যেহেতু ইহাতে কোরান ও হাদিছের পরিবর্তন করা হইবে। আলেমগণের এই পদ্ধতি স্বেচ্ছাচার নহে, বরং খাঁ ছাহেবের দাবিই স্বেচ্ছাচারিতার পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে।

তৎপরে খাঁ ছাহেব সমগ্র মোছলেম জাতির জীবন মরণ বলিয়া যাহা দাবি করিয়াছেন, উহা তাঁহার বাতীল দাবি।

এক্ষণে দেখা যাউক, খাঁ ছাহেব কি কি বিষয়কে সমস্ত জাতির জীবন মরণের মাপকাটি স্থির করিয়াছেন।

খাঁ ছাহেবের উক্তি—

"উৎপীড়িত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অত্যাচারী স্বামীর হাত হইতে মুক্তি-লাভের কোন ব্যবস্থা প্রচলিত ফৎওয়ার কেতাব-গুলিতে—সুতরাং 'মোহাম্মদীয় আইনে' নাই—যদিও কোরআনে আছে। অথচ স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার কেহ ধর্ম্মান্তর গ্রহন করিলে, তাহাদের বিবাহ বন্ধন স্বতঃসিদ্ধভাবে ছিন্ন হইয়া যাইবে, এ-ব্যবস্থা আমাদের ফৎওয়ায় ও আইনে পাকা-পাকিভাবে দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে পাঞ্জাব প্রদেশের বহু মুছলমান নারী অত্যাচারী স্বামীর হাত হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতেছে।"

আমাদের উত্তর—

"স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে চারি বৎসর পরে তাহার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার ব্যবস্থা প্রচলিত ফৎওয়ার কেতাবগুলিতে আছে। স্বামী খোরপোশ দিতে অক্ষম হইলে বা দিতে অনিচ্ছুক হইলে, তাহার ব্যবস্থা উক্ত কেতাবগুলিতে বর্ত্তমান আছে। স্বামী পুরুষত্ব-হীন হইলে, তাহার ব্যবস্থা উক্ত কেতাবগুলিতে আছে।

যাহার স্বামী নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, সেই স্ত্রীলোকটি চারি বৎসর পরে মুছলমান কাজীর নিকট এই সম্পর্কে মোকদ্দমা উপ-স্থিত করিবে, তিনি উক্ত নেকাহ ফছখ করিয়া দিবেন। তিনি বলিলেন, আমি নিরুদ্দেশ স্বামীর মৃত্যুর হুকুম প্রদান করিতেছি। তৎপরে সেই স্ত্রীলোকটি মৃত্যুর এদ্দত পালন করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে। ইহা দোরেোল মোখতার, রদ্দোল-মোহতার ও জামেয়োর-রমুজ কেতাবে আছে।

যদি স্বামী স্বদেশ থাকিয়া স্ত্রীর খোরপোশ না দেয়, তবে কোন শাফেয়ি কাজীর নিকট ইহা পেশ করিয়া নেকাহ ফছখ করিয়া লইবে। এইরূপ কোন স্বামী বিদেশে থাকিয়া তাহার

খোরপোশ না দেয়, তবে কোন শাফেয়ি কাজীর নিকট উহা পেশ করিয়া নেকাহ ফছখ করিয়া লইবে, আর শাফেয়ি কাজী না থাকিলে, হানাফী কাজির নিকট উপস্থিত করিয়া উহা ফছখ করিয়া লইবে। তৎপরে উক্ত স্ত্রীলোকটি তালাকের এদ্দত পালন করিয়া অন্য নেকাহ করিতে পারিবে। মুছলমানগণ ইংরেজ হাকেমের নিকট দরখাস্ত করিয়া একজন মুছলমান কাজী স্থির করিয়া লইবে। ইহা রদ্দোর মোহতার ও দোরেল-মোখতারে আছে। স্বামী পুরুষত্বহীন হইলে, তাহার ব্যবস্থা ফাতাওয়ার কেতাব সমূহে আছে।

স্বামী অন্যায় অত্যাচার করিলে, কোর্টের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উহার প্রতিকার করিয়া লইতে পারে। ইহাতে বুঝা যায় যে, খাঁ ছাহেবের এই দাবি যে, উৎপীড়িত স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অত্যাচারী স্বামীর হাত হইতে মুক্তিলাভের কোন ব্যবস্থা প্রচলিত ফৎওয়ার কেতাবগুলিতে নাই, একেবারে বাতীল দাবি। বোধ হয় খাঁ ছাহেবের উদ্দেশ্য এই হইবে যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একটু কলহ ও বাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, তাহার নেকাহ ফছখ করার ব্যবস্থা দিতে হইবে, আল্লাহতায়ালার কোরাণ, হজরতের পাক হাদিছ ও মহামান্য এমামগণের ফৎওয়া এইরূপ স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতে পারে না, এইরূপ প্রশ্রয় দিলে, মোগল, পাঠান ও খাঁর স্ত্রী আর স্থায়ী থাকিত না সব পগার পার হইয়া যাইত। তৎপরে স্ত্রী মোরতাদ্দ হইয়া গেলে, অন্য স্বামীর সহিত নেকাহ করিতে পারিবে না। ইহার উপর ফৎওয়া দেওয়া হইবে। ইহা দোরেল মোখতারে আছে। রদ্দোল-মোহতারে ফৎহোল কাদির হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, দববছি, ছাফ্যার ও কতক ছামারকান্দের বিধান ফৎওয়া দিয়াছেন যে, উল্লিখিত ঘটনাতে উভয়ের নেকাহ ফছখ হইবে না। অন্যান্য ফকিহগণ বলিয়াছেন যে, নেকাহ ফছখ

হইয়া যাইবে কিন্তু সেই স্বামীর সহিত নেকাহ করিতে বাধ্য করা হইবে এবং তাহাকে ৭৫ টি কোড়া মারা হইবে। কাজিখান এই মতটি ফৎওয়ার জন্য মনোনীত স্থির করিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, স্ত্রী মোরতাদ্দ হইলে নেকাহ ফছখ হইবে কিনা, ইহাতে মতভেদ থাকিলেও সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, উক্ত স্ত্রীলোকটি অন্য কোন স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে না। যাহাদের মতে নেকাহ ফছখ হয় না, তাঁহাদের মতে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে কিছুতেই জায়েজ হইতে পারে না। আর যাহাদের মতে নেকাহ ফছক হইয়া যায়, তাঁহাদের মতানুযায়ী উক্ত স্ত্রীলোককে নূতন ভাবে ইমান আনিতে ও সেই স্বামীর সহিত নেকাহ করিতে বাধ্য করা হইবে। আর যদি মোরতাদ্দ থাকিয়া যায়, তবে অন্য কাহারও সহিত নেকাহ করিতে পারিবে না। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ফৎওয়ার কেতাব গুলিতে স্ত্রীলোকদিগের স্বামীর উৎপীড়ন হইতে মুক্তিলাভের উপায় না থাকার দাবি একেবারে মিথ্যা। দ্বিতীয় স্ত্রীর ধর্ম্মান্তর গ্রহন করাতে অন্য স্বামীর সহিত নেকাহ জায়েজ হওয়ার দাবি দ্বিতীয় মিথ্যা দাবি। কাজেই পাঞ্জেবের বহু মুছলমান নারীর খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহন ফৎওয়ার কেতাবগুলির ফল নহে। মালাকানে ও রাজ-পুতনার দেড় লক্ষ নর নারীর শুদ্ধিমন্ত্র পড়িয়া আর্য্য ধর্ম্মে দিক্ষিত হওয়া কি ফৎওয়ার ফলে সংঘটিত হইয়াছিল? তথাকার পুরুষদিগের ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করা কি স্বামীদের উৎপীড়নের জন্য হইয়াছিল? খাঁ সাহেবের সহোদর ভাইর খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহন কোন স্বামীর উৎপীড়নের জন্য ঘটিয়াছিল?

হাইকোর্টের মোকাদ্দমা মুসলমানদিগের ফৎওয়ার পক্ষ সমর্থন না করার জন্য এইরূপ দুই একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, ইহাতে ফৎওয়ার দোষ কি হইল? আর বহুনারী কোথায় স্বামীর

উৎপীড়নের জন্য ধর্ম্মান্তর গ্রহন করিল ?

আলেম সমাজের ফতওয়া উহার প্রতিকারের পথ কিরূপে রুদ্ধ করিল ? ইহা খাঁ সাহেবের নির্জ্জলা মিথ্যাকথা।

তৎপরে দুই চারিটা মুসলমান নারী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও সহস্র সহস্র খৃষ্টান ও হিন্দু মুসলমান হইতেছে, কাজেই উহাতে সমস্ত মুসলমান জাতির মরণ হইবে কিরূপে ?

খাঁ সাহেবের ভাই যখন ধর্ম্মান্তর গ্রহন করিয়াছিল, তখন কি বিহিত ববস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ? যদি কোন বিহিত ব্যবস্থা না করিয়া থাকেন, তবে তিনিই ত জাতির মরণ ঘটাইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, খাঁ ছাহেব পর্ব্বত তুল্য যে দাবি আওড়াইয়া থাকেন, তাহা সমস্ত খেয়ালি পোলাও। কেবল হজ্জ লোকদিগকে গোমরাহ করার একটা ছুতা অবলম্বন করিয়াছেন।

খাঁ সাহেবের শেষ উক্তি—

"জনসাধারণের নৈতিক জীবনের অধঃপতনের অজুহাতে স্ত্রীলোকদের হজ্জ বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফতওয়া তাঁহারা প্রচার করিতেছেন না কেন ? এহরাম ও কাবা গৃহের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) হজ্জের প্রধান অঙ্গ। স্ত্রীলোকেরা মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিবেন না, ইহাই তাঁহাদের এহরামের বিশেষ ব্যবস্থা। নারী ও পুরুষের তাওয়াফ করার জন্য বিভিন্ন সময় বা পথ নির্দ্ধারিত নাই, সকলকে একই সময় একই সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া কা'বা গৃহের তাওয়াফ করিতে হয়। হজ্জের মওসুমে একই সময় হাজার হাজার নরনারী ঠেসাঠেসী ও ঘেসাঘেসী করিয়া দিনরাত তাওয়াফ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকদিগের ঈদের জামায়াত নিষিদ্ধ হইলে, হজ্জ বন্ধ করিয়া দেওয়া অধিকতর দরকার হইবে না কেন ?"

আমাদের উত্তর—

স্ত্রীলোকদের হজ্জ ফরজ হওয়ার জন্য তাহাদের ও এক এক-

জন মহরম পুরুষের পাথেয় সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। একজন মহরম পুরুষ সঙ্গে না থাকিলে, কোন স্ত্রীলোকের হজ্জের জন্য ছফর করা জায়েজ হইতে পারে না। স্ত্রীলোকদের হজ্জ করা ফরজ হইলে, একজন মহরম পুরুষ সঙ্গে থাকে, তাওয়াফ ও হজ্জ সম্পাদনকালে সেই পুরুষ সঙ্গে থাকে, কিন্তু ঈদের নামাজকালে পুরুষেরা সঙ্গে থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় স্ত্রীলোকদের ঈদের জামায়াতের শরিক হওয়া বড় বেশী হইলে, ছুন্নত বা মোস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে, হারাম ফাছাদের আশঙ্কা হইলে, সেই ছুন্নত ও মোস্তাহাব ত্যাগ করা জরুরি হইবে, কিন্তু ফরজ হজ্জ আদায় করিতে মহরম পুরুষের সঙ্গে থাকায় কোন আশঙ্কার কারণ নাই, কাজেই উহা কিরূপে ত্যাগ করা জায়েজ হইবে? আর ক্ষীণ আশঙ্কা হইলেও উহা যথা সম্ভব দূর করার চেষ্টা করিতে হইবে। আর সমস্ত জীবনের গোনাহ মা'ফ হওয়া উদ্দেশ্যে লোকেরা হজ্জ ও তাওয়াফ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ শত শত লোকের সাক্ষাতে কি কোন হজ্জযাত্রী কুকামনা চরিতার্থ করিতে পারেন? যে স্থানে একটি কুকুর অন্য কুকুরের গ্রাস কাড়িয়া লইতে বা উভয়ের মধ্যে কলহ করিতে দেখা যায় না, এইরূপ পূর্ণ রহমত নাজেল হওয়া স্থলে কি হজ্জযাত্রীদের অন্তরে কুধারণা জন্মিতে পারে?

তৎপরে রাত্রিতে অবসর সময়ে স্ত্রীলোকদের মহরম পুরুষদের সঙ্গে তাওয়াফ করিলে, ঠেসাঠেসী ও ঘেসাঘেসী হইবে কেন? কাজেই ঈদের জামায়াতের সহিত হজ্জের তাওয়াফের তুলনা দেওয়া বাতীল কেয়াছ। আবশ্যক হইলে, বারান্তরে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ইতি—